রাঁচি, শনিবার

12:08:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

08

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>297 >>26 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৯৭ >> << ২৬ শে, শ্রাবণ ১৪৩০>>

ইকোওয়াসের শীর্ষ সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে নিজারের জান্তা নেতাদের নতুন সরকার গঠন

নিজারঃ নিজারের জান্তা নেতারা নতুন একটি সরকার গঠন করেছেন। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর জোট ইকোনোমিক কমিউনিটি অফ ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস বা ইকোওয়াসএর প্রধানরা জরুরি একটি শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রতিবেশী দেশ নাইজেরিয়ায় সমবেত হওয়ার সময় নতুন সরকার গঠনের এই ঘোষণা আসে। নতুন একটি সরকার গঠন করে নিজারের জান্তা নেতারা ইকোয়াস নেতাদের প্রতি আরও একবার অবাধ্যতা প্রদর্শন করলেন। এর আগে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মোহামেদ বাজুমকে পুনর্বহাল করার জন্য রবিবার পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া সময়সীমা অগ্রাহ্য করেছে সামরিক জান্তা। বুধবার (৯ অগাস্ট) সাবেক একজন বিদ্রোহী নেতা এবং নিজারের রাজনীতিবিদ সামরিক জান্তার বিরোধিতা করে একটি আন্দোলন শুরু করেন। এটি পশ্চিম আফ্রিকার দেশটিতে সেনা শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রতিরোধের প্রথম ঘটনা। দুই সপ্তাহ আগে সামরিক জান্তা নিজারের ক্ষমতা দখল করে। এক বিবৃতিতে বিদ্রোহী নেতা রিসা এগ বউলা বলেন, তাঁর গ্রুপ কাউন্সিল অফ দ্য রেসিস্ট্যান্স ফর দ্য রিপাবলিকের লক্ষ্য বাজুমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। বউলা নিজারের সাবেক পর্যটনমন্ত্রী এবং নিজারে দুটি তুয়ারেগ জাতিগোষ্ঠীগত বিদ্রোহের একজন নেতা। বিদ্রোহ দুটির একটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৯০-এর দশকে, অন্যটি ২০০৭ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত।

বাজার দর

SENSEX : 65322.65 -365.53
NIFTY : 19428.30 -114.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °C	23.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 18.24 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05.23 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গোপন তারের কথিত বিবরণে দেখা যাচ্ছে ইমরান খানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের উষ্মা

ওয়াশিংটন ঃ যুক্তরাষ্ট্র বুধবার বলেছে যে, তারা পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গত বছরের রাশিয়া সফর নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ও প্রকাশ্যে আপত্তি জানিয়েছিল। তবে, এর কয়েক সপ্তাহ পরে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণে ওয়াশিংটন ভূমিকা রেখেছিল বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে তারা। ২০২২ সালের ৭ মার্চে দুই আমেরিকান কর্মকর্তা ও যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামাবাদের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদ খানের মধ্যে বৈঠকের বিষয়টি নথিভুক্ত করেছে বলে দাবি করে সাইফার নামে পরিচিত এক পাকিস্তানি কূটনৈতিক কেবল। এরই প্রতিক্রিয়ায় পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এই মন্তব্য করেন। আমেরিকার সংবাদ সংস্থা 'দ্য ইন্টারসেপ্ট' বুধবার প্রথমবারের মতো সাইফারের ভাষ্য প্রকাশ করেছে বলে দাবি করে। এই ভাষ্যকে ইমরান খান দীর্ঘদিন ধরে তার দাবির সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে চেপে রেখেছেন। ইমরান খানের দাবি, সংসদীয় অনাস্থা প্রস্তাবে তার পরাজয় ওয়াশিংটন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। রাষ্ট্রদূত খানের কথিত কেবলএর মতে, বৈঠকে পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তারা তাকে পাকিস্তানের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে এ কথা বলতে উৎসাহিত

করেছিলেন যে, যদি ইমরান খানকে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের বিষয়ে তার নিরপেক্ষতার কারণে পদ থেকে অপসারণ করা হয় তবে ওয়াশিংটনের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক আশা করতে পারে ইসলামাবাদ। মিলারকে বুধবার তার নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি ফাঁস হওয়া পাকিস্তান কেবলের সত্যতা জানতেন নাকি রিপোর্ট করা যুক্তরাষ্ট্রের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাবেন। তিনি বলেন,এটি একটি প্রকৃত পাকিস্তানি নথি কিনা তা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না রিপোর্ট করা মন্তব্যের বিষয়ে সম্মান রেখে, আমি একান্ত কূটনৈতিক মত বিনিময়ের নিয়ে কথা বলব না। মিলার আরও বলেন যে, কথিত কেবলএর মন্তব্যগুলি রিপোর্ট অনুযায়ী যদি সঠিকও হয়, তাহলেও তারা দেখিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের নেতৃত্ব কার থাকা উচিত সেই বিষয়ে অভিরুচি প্রকাশ করার পরিবর্তে খানের নীতিগত পছন্দ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

সংসদে বিরোধীদের অনাস্থা বিতর্কের জবাবি ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়া দিল্লি ঃ বৃহস্পতিবার ১০ অগাস্ট ভারতের সংসদে বিরোধীদের অনাস্থা বিতর্কে জবাবি বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার বক্তৃতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য তুলে ধরা হল -

ভগবান বড় দয়ালু। ভগবান তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ কারও না কারও মাধ্যমে ঘটায়। ভগবানই বিরোধীদের বুঝিয়েছেন, যাতে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়।

২০১৮ সালেও অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল। তার পর ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বিজেপি বিপুল আসন পেয়েছে। আসন বেড়েছে। এনডিএ'র আসনও বেড়েছে। অনাস্থা প্রস্তাব আমাদের জন্য শুভ।

বিরোধীদের আচরণই বুঝিয়ে দিয়েছে, দেশের চেয়ে ওদের কাছে দল বড়। দেশের খিদে ওদের কাছে বড় নয়, ওদের রাজনীতির খিদে এতটাই।

এই বিতর্কের মজা দেখুন। ফিল্ডিং বিরোধীরা সাজিয়েছে, অথচ চার ছয় এদিক থেকেই মারছে। ওরা খালি নো বল, নো বল করছে, এদিকে সেঞ্চুরি হয়ে যাচ্ছে।

(বিরোধীদের উদ্দেশে) আপনারা তৈরি হয়ে আসেন না কেন? পাঁচ বছর সময় দিয়েছিলাম তো।

যাদের বই খাতার ঠিক নেই, তারা কিনা আমাদের থেকে হিসাব চাইছে।

অধীরবাবুর (অধীর রঞ্জন চৌধুরী) কী হাল হয়েছে, ওর দল ওকেই বলতে দেয়নি। যাই হোক, গুড়কে কি করে গোবর করতে হয় তা উনি ভালই জানেন!

কিন্তু কেন অধীর চৌধুরীকে কোণঠাসা করা হচ্ছে! কে জানে কলকাতা থেকে হয়তো ফোন এসেছিল।

এর আগে ফ্লোর লিডারের পদ থেকে অধীরবাবুকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ওর প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে।

ভারতের যুব সম্প্রদায়কে আমরা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন দিয়েছি, পেশাদারদের খোলা আকাশ দিয়েছি। ভারতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছি।

অবিশ্বাস আর অহঙ্কার এদের (বিরোধীদের) মনে গেঁথে রয়েছে। পুরনো দিনের লোকেরা বলেন, কোনও কিছু ভাল হলে কালো টিকা লাগানো দরকার। আমিও আপনাদের বলছি (সতীর্থ), কালো পোশাক পরে আসুন।

ডিকশনারি দেখে সব অপশব্দ ওরা খুঁজে বের করেছে। ওদের সবচেয়ে পছন্দের স্লোগান হল মোদী তেরি কবর খুদেগি। এটা ওদের পছন্দের স্লোগান। (একথা যখন বলছেন প্রধানমন্ত্রী তখন বিরোধীরা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া বলে স্লোগান তুলতে থাকেন)।

কংগ্রেস এত অহঙ্কারে ভরে গেছে যে তার কোনও সীমা নেই। দেশের কিছু জায়গায় কংগ্রেস শেষ কবে জিতেছিল তা লোকের মনেও নেই। ৬১ বছর ধরে তামিলনাড়ুর লোক বলছে, কংগ্রেস নো কনফিডেন্স। পশ্চিমবঙ্গের লোক ৫১ বছর ধরে বলছে কংগ্রেস নো কনফিডেন্স, উত্তরপ্রদেশ আর বিহারে ৩৮ বছর ধরে সেখানকার মানুষ বলছে কংগ্রেস নো কনফিডেন্স।

ভোটারদের লুব্ধ করার জন্য 'গান্ধী' নামও চুরি করে নিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসে সবকিছুই একটি পরিবারের কুক্ষিগত।

এটা ইন্ডিয়া জোট নয় ঘমন্ডিয়া জোট। এই জোটে সবাই প্রধানমন্ত্রী হতে চান।

এদের ঠিক নেই, কোন রাজ্যে কার সঙ্গে কার জোট হবে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস তৃণমূল আর বামেদের বিপক্ষে। আর দিল্লিতে একসঙ্গে। আর ১৯৯১ এর বিধানসভা ভোটে এই কমিউনিস্ট পার্টি অধীর চৌধুরীর সঙ্গে কী করেছিল ইতিহাস জানে। গত লোকসভা ভোটে যারা ওয়েনাড়ে কংগ্রেস পার্টির অফিসে ভাঙচুর করেছিল তাদের সঙ্গে জোট করে বসেছে। পুরনো পাপ কী করে লুকোবে?

এখন তো এরা হাত দিয়ে চলছে। সেই পরিস্থিতি শুধরোবে, সঙ্গে সঙ্গে ছুরি নিয়ে বেরোবে।

গরিবের ছেলে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে ওদের সহ্য হচ্ছে না। আগে ওরা প্লেনে কেক কাটত। এখন সেই প্লেনে ভ্যাকসিন পরিবহণ হয়।

ভারতের সংসদের ইতিহাসে এই প্রথমবার বিরোধীদের অনাস্থা বিতর্কের অন্যান্য দিনে অনুপস্থিত থেকে শুধুমাত্র জবাবি ভাষণের নিজের নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা প্রদান করলেন।

সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির প্রযুক্তি তাদের করায়ত্ত, জানিয়েছে ইরান

তেহরান ঃ ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইরান বুধবার বলেছে যে, তাদের কাছে সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির প্রযুক্তি রয়েছে। তেহরানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা নিয়ে এই ঘোষণা সম্ভবত পশ্চিমাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দেবে। লোহিত সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি যুদ্ধজাহাজে ৩ হাজারের বেশি যুক্তরাষ্ট্রের নাবিক ও নৌসেনাদের আসার খবরের কয়েকদিন পরেই এই ঘোষণা। হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে চলাচল করা মালামালবাহী জাহাজ আটক ও হয়রানি থেকে ইরানকে নিবৃত্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী সেখানে রয়েছে।

আধাসরকারি তাসনিম সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ইরানের প্রতিরক্ষা কর্মসূচিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে, কারণ সুপারসনিক গতিতে উড়ে যাওয়া ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রকে আটকানো অত্যন্ত কঠিন। তা ছাড়া,তারা আরও বলেছে ,নতুন এই ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এখন পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও, ইরান বলেছে যে তারা তাদের প্রতিরক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি আরও উন্নত করবে। তবে পশ্চিমা সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইরান কখনো কখনো তার ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে। মধ্যপ্রাচ্যে অন্যতম বৃহত্তম ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি রয়েছে ইরানের। তারা বলেছে, তাদের অস্ত্র এই অঞ্চলে চরমশত্রু ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিতে পৌঁছতে সক্ষম। ইরানের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে উদ্বেগের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ২০১৮ সালে ছয়টি প্রধান শক্তির সাথে তেহরানের ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তেহরানের উপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। পরমাণু সমঝোতা রক্ষায় তেহরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা গত সেপ্টেম্বর থেকে স্থগিত হয়ে রয়েছে।

হাওয়াইয়ের মাউই দ্বীপে দাবানলে অন্তত ৩৬ জনের প্রাণহানি

লাহাইনা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই রাজ্যের মাউই দ্বীপে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়ায় অন্তত ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেখানকার হাজার হাজার বাসিন্দা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এই দাবানলে কয়েক শতকের পুরনো লাহাইনা শহরটির অংশবিশেষ ধ্বংস হয়ে গেছে। গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলো ভয়াবহ দাবানল ঘটেছে, এটি সেগুলোর অন্যতম। এই দ্বীপকে আকস্মিকভাবে আগুন গ্রাস করে। ব্যস্ত রাস্তায় চলাচলকারী গাড়িগুলোকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। লাহাইনা শহরের অনেক ঐতিহাসিক ভবন পুড়ে গেছে। সেসব ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ১৭ শতকে নির্মিত ভবনগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এই শহর ছিল পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্য। বুধবার (৯ অগাস্ট) অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা এই দ্বীপের নানা জায়গায় আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করতে লড়াই চালিয়েছেন। তবে, আগুনের কারণে অনেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ও শিশুরা সাগরে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হয়। বুধবার রাতে মাউই কাউন্টির দেওয়া এক বিবৃতি অনুসারে, দাবানলে কমপক্ষে ৩৬ জন মারা গেছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর বিষয়ে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। কর্মকর্তারা এর আগে বলেছিলেন যে, ২৭১টি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন। লাহাইনার বাসিন্দা কামুয়েলা কাওয়াকোয়া ও আইউলিয়া ইয়াসো মঙ্গলবার বিকেলে ধোঁয়ায় ভরা আকাশের নিচে পালানোর এক ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়েছেন। এই দম্পতি ও তাদের ৬ বছর বয়সী ছেলে পানির জন্য দ্রুত সুপারমার্কেটে গিয়ে আবার তাদের বাসস্থানে ফিরে এসেছিলেন। ততক্ষণে তাদের চারপাশের ঝোপগুলোতে আগুন লেগে যাওয়ায় শুধু পোশাক পরিবর্তন ও দৌড়ানোর সময়টুকু পেয়েছিলেন তারা। পর্যটকদের আগুন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বুধবার প্রায় ১১ হাজার পর্যটক মাউই ছেড়ে চলে গেছেন। বৃহস্পতিবার কমপক্ষে আরও ১৫০০ জন রওনা হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমনটাই জানিয়েছেন এই রাজ্যের পরিবহন কর্মকর্তা এড স্নিফেন। বাস্তুচ্যুত হাজার হাজার লোককে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কর্মকর্তারা হনলুলুতে হাওয়াই কনভেনশন সেন্টারকে প্রস্তুত করেছেন। দক্ষিণে বহুদূরে চলে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ডোরা থেকে আসা প্রবল বাতাসের কারণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্রীষ্মে বিশ্বজুড়ে চরম আবহাওয়ার কারণে সৃষ্ট ধারাবাহিক বিপর্যয়ের মধ্যে এটি একটি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এমন ঘটনা আরও ঘটতে পারে।

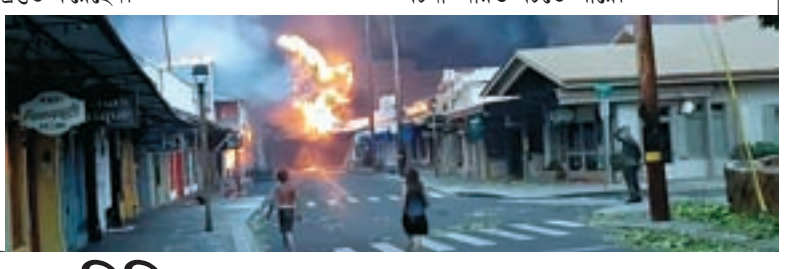

সামরিকীকরণ > খুব কম জাপানি প্রতিরক্ষা কোম্পানি বিদেশে অস্ত্র বিক্রি করে

চীনের সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রতিরক্ষা শিল্প বাড়াতে হিমশিম খাচ্ছে জাপান

টোকিও ঃ পূর্ব চীন সাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিকীকরণের প্রতিক্রিয়া জানাতে জাপানেরউচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা সত্ত্বেও দেশটি তার অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা শিল্পকে শক্তিশালী করতে হিমশিম খাচ্ছে।

সরকার আগামী চার বছরে তার প্রতিরক্ষা কর্মসূচিতে ৩১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে তবে জাপানের কিছু প্রযুক্তিগত এবং বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সুপরিচিত ভোক্তা পণ্যের পাশাপাশি আরও অস্ত্র উৎপাদন করতে অনিচ্ছুক।

বিশ্বব্যাপী জাপান সবচেয়ে বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন বা গাড়ি নির্মানকারক হিসাবে বেশি পরিচিত। যা সবচেয়ে কম পরিচিত - এমনকি জাপানেও - তা হচ্ছে তারা যে সামরিক সরঞ্জামও তৈরি করে সেটা।

মিতসুবিশি কোম্পানি জাপানের আত্মরক্ষা বাহিনীর জন্য যুদ্ধবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে। ইলেকট্রনিক্স ফার্ম তোশিবা মিলিটারি গ্রেডের ব্যাটারি তৈরি করে। গাড়ি নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান সুবারু সামরিক হেলিকপ্টার তৈরি করে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এয়ারকন্ডিশান তৈরিকারক কোম্পানি হিসেবে পরিচিত ডাইকিন সাইড ব্যবসা হিসেবে গোলাবারুদ উৎপাদন করে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকার চাইছে জাপানের বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সামরিক সরঞ্জামের উৎপাদন বাড়াক তবে এ বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নীরব রয়েছে।

জাপান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স-এর বিশ্লেষক তেতসুও কোটানি ব্যাখ্যা করেছেন, মাত্র এই ২০১৪ সালে অস্ত্র রফতানির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় তাই খুব কম জাপানি প্রতিরক্ষা কোম্পানি বিদেশে অস্ত্র বিক্রি করে।

কোটানি ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেছেন, জাপানের প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির একমাত্র ক্রেতা হচ্ছে (জাপানের) আত্মরক্ষা বাহিনী। সুতরাং ঐসব সংস্থার পক্ষে অস্ত্র তৈরি করে মুনাফা অর্জন করা ততটা সহজ নয়। আর এই কারণে, বেশ কয়েকটি বিশেষত ছোট কোম্পানি এখন প্রতিরক্ষা শিল্প থেকে সরে যাচ্ছে।

জাপানের আর্থিক বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান নিক্কেই জানিয়েছে, গত ২০ বছরে ১০০টিরও বেশি জাপানি কোম্পানি প্রতিরক্ষা খাত ত্যাগ করেছে।

বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিন সন্তানের মহিলা তথা পরিচারিকার সঙ্গে সহবাস এবং জোরপূর্বক ভাবে গর্ভপাত করানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর১ নং ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিতোল গ্রামের প্রভাবশালী তথা অবসর প্রাপ্ত এক সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে

মালদাঃ বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিন সন্তানের মহিলা তথা পরিচারিকার সঙ্গে সহবাস এবং জোরপূর্বক ভাবে গর্ভপাত করানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর১ নং ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিতোল গ্রামের প্রভাবশালী তথা অবসর প্রাপ্ত এক সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে।বছর পঁয়ত্রিশের ওই নির্যাতিতা মহিলা বৃহস্পতিবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সেখ তৈমুর রহমান(৮১)ওরফে গ্রামসেবক এর বিরুদ্ধে।অভিযোগের পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত তৈমুর রহমান।এই নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,ওই নির্যাতিতা মহিলার স্বামী প্রায় দুই বছর ধরে ভিন রাজ্যে কর্মরত ছিল।অভাবের সংসার।দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে তৈমুর রহমানের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে কোনোরকমে দিন গুজরান করতেন ওই মহিলা।দারিদ্রতার সুযোগকে হাতিয়ার করে বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ওই মহিলার সঙ্গে একাধিকবার যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তৈমুর বলে অভিযোগ।বর্তমানে তিনি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা।সেই কারনে তিনি তৈমুর কে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন।কিন্তু সে এখন বিয়ে করতে অস্বীকার করছে।এমনকি তৈমুরের পরিবারের লোকেরা তাকে হুককিও দিচ্ছে বলে অভিযোগ।নির্যাতিতার অভিযোগ,বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৈমুর রহমান তার সঙ্গে একাধিকবার যৌন সম্পর্ক করেছে।এর ফলে তিনি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পরেছে।এখন বিয়ে করতে অস্বীকার করছে তৈমুর।পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বার কথা জানতে পেরে তৈমুরের ছেলে ও পুত্রবধূ জোরপূর্বক ভাবে ডাক্তারের কাছে গর্ভপাত করাতে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।গর্ভপাত করাতে অক্ষম হলে তিন দিন ধরে তাকে লুকিয়ে রাখে।এবং এই বিষয়ে কারো কাছে মুখ খুললে প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ।

শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে আগামী ৯ই অগাস্ট শিলিগুড়িতে একটি মহা মিছিলের ডাক দিয়েছে নয়া বাজার AIUTUC সংগঠন

শিলিগুড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে আগামী ৯ই অগাস্ট শিলিগুড়িতে একটি মহা মিছিলের ডাক দিয়েছে নয়া বাজার AIUTUC সংগঠন। সেই মহা মিছিলের সমর্থনে শনিবার নয়া বাজার এলাকায় আয়োজিত হল একটি মিছিল। এই মিছিলে উপস্থিত ছিল নয়া বাজারের সমস্ত শ্রমিক ও AIUTUC এর নেতৃত্বরা। মিছিলটি বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ও মহা মিছিলে সকলকে অংশগ্রহণ করার আবেদন করা হয়।

ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়া নয় বরং রায়গঞ্জে উদ্বেগ বাড়ছে স্ক্রাব টাইফাসের

উত্তর দিনাজপুর ঃ ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়া নয় বরং রায়গঞ্জে উদ্বেগ বাড়ছে স্ক্রাব টাইফাসের। রায়গঞ্জ মেডিকেলে উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন বেশ কয়েকজন।সঙ্গে জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যাও রয়েছে যথেষ্ট।মশারি টাঙিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে অনেক রোগিদেরই। রায়গঞ্জ মেডিকেলের দাবী, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২৬ জন চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে এই স্ক্রাব টাইফাসে আক্রান্তের হদিশ মিলেছে।বাকিদের রক্তের নমুনা পরীক্ষা চলছে। আক্রান্তের সংখ্যাটা আরো বাড়বে বলেই আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকেরা। জ্বর, প্রবল শরীর ব্যাথা সহ একাধিক উপসর্গ থাকছে রোগিদের।প্রত্যেকেরই রক্তের নমুমা পরীক্ষা করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। তবে চিকিৎসাধীনদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। পতঙ্গ বাহিত অন্যান্য রোগের মধ্যে স্ক্রাব টাইফাসের আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে। রোগির পরিজনেরা জানাচ্ছেন, তারা রীতিমতো আতঙ্কে, ভয়ে রয়েছেন। তারা যথেষ্টই উদ্বিগ্ন বলে জানান। যদিও এই রোগ পতঙ্গ বাহিত হলেও ছোঁয়াচে নয় বা এক মানুষের থেকে অন্য মানুষে ছড়ায় না ডেঙ্গির মতো। আর রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে বলে ভরসা দিলেও ক্রমাগত এই স্ক্রাব টাইফাসে আক্রান্তের সংখ্যাবৃদ্ধি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে চিকিৎসক মহলেও। যদিও এতে আতঙ্কিত না হয়ে উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন বলে রায়গঞ্জ মেডিকেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা, রুপা ও ব্রোঞ্জ পদক জিতল শিলিগুড়ির খেলোয়াড়রা

শিলিগুড়ি ঃ সোনা, রুপা ও ব্রোঞ্জ মিলিয়ে মোট ১০টি পদক জয় করে দার্জিলিং জেলা ও শিলিগুড়ির মুখ উজ্জ্বল করলো শিলিগুড়ির খেলোয়াড়রা।চলতি বছরের জুলাই মাসের ২৯ ও ৩০ তারিখ কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়েছিল ৭ম তম ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। সেই চ্যাম্পিয়নশিপে শিলিগুড়ি থেকে অংশগ্রহণ করেন মোট ১১জন খেলোয়াড়।সেখানে ২টি সোনা, ২টি রুপা ও ৬টি ব্রোঞ্জের পদক জয় করেন।জানা গিয়েছে, সোমনাথ কর রুপা, মিগমা শেরপা ব্রোঞ্জ, জেনেসিস রাই রুপা, রুহি যাদব সোনা, নীতিন যাদব ব্রোঞ্জ, অঙ্কতি সানুয়সী ব্রোঞ্জ, শুভাঞ্জলি বাগদাস রুপা, সুজল বিশ্বকর্মা সোনা,ধীরাজ থামি ব্রোঞ্জ এবং আকাংশা সেন ব্রোঞ্জ এর পদক জয় করেন। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন ইচিবান স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সদস্যরা।

বিজেপি জেলা সভাপতির বাড়ির সামনেই তৃণমূল মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু করলেন

জলপাইগুড়ি ঃ শনিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর বাড়ির সামনেই তৃণমূলের মঞ্চ বাধার কাজ শুরু করা হলো। ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে বিজেপি সরকার এই অভিযোগ তুলে ব্লকে ব্লকে অঞ্চলে অঞ্চলে ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দিয়েছে রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই মোতাবেক জলপাইগুড়ির অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মোহিতনগর এলাকায় বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর বাড়ির সামনে বিশালাকার মঞ্চ বাধার কাজ শুরু হয়েছে।আগামীকাল বেলা বারোটা থেকে চারটা পর্যন্ত চলবে ধর্না মঞ্চ বলে তৃণমূল নেতৃত্ব জানান। যদিও এ প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

ডেঙ্গুর লাগাম টানতে জেলা শাসককে নিয়ে মেয়রের প্রশাসনিক বৈঠক

শিলিগুড়ি ঃ ডেঙ্গুর লাগাম টানতে জেলা শাসককে নিয়ে মেয়রের প্রশাসনিক বৈঠক। গত বারের ভুলের খেসারত গুনতে হচ্ছে এখনও।গত বছর যে ভাবে ডেঙ্গু মহামারির আকার ধারন করেছিল তা নিয়ে পুরসভার গাফিলতি নিয়ে আঙ্গুল তুলেছিল জন সাধারন।তবে এবার সেই ভুল করতে নারাজ পুরসভা।সেই কারনে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ডেঙ্গু কে নির্মুল করতে উদ্যোগি হয়েছে মেয়র গৌতম দেব।শনিবার দার্জিলিং জেলা শাসক এস পুনমবল্লম সহ জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে বৈঠক সারেন তিনি।পরিশেষে তিনি জানান,এবার কড়া হাতে ডেঙ্গু মোকাবিলা করা হবে। পরিত্যাক্ত ফাকা জায়গা দ্রুত পরিস্কার করার নির্দেশ দেন জমির মালিককে। প্রয়োজনে আইনি ব্যাবস্থা গ্রহনের হুশিয়ারি দেন।অন্যদিকে একজন ডেঙ্গু সংক্রমিত হলে তার আশেপাশের ১০০ টি বাড়িকে গুরুত্ব সহকারে দেখার কথা জানান তিনি।যেহেতু অগাস্ট মাস থেকেই ডেঙ্গুর বার বারন্তি দেখা যায়, সেই কারনে সচেতনতা মূলক প্রচারের পাশাপাশি ১৭ই অগাস্ট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দিবস পালন করবে পুরসভা, বলে জানান তিনি।

চুরি এবং হারিয়ে যাওয়া নামিদামি কোম্পানির প্রায় ৭০ টি মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব

মালদা ঃ চুরি এবং হারিয়ে যাওয়া নামিদামি কোম্পানির প্রায় ৭০ টি মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদ মালদা জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে উদ্ধার হওয়া এইসব মোবাইল প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। পুলিশ সুপার ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ সহ জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা। চলতি বছর এখনো পর্যন্ত প্রায় এক হাজার নামিদামি কোম্পানির মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার, চাঁচল, বৈষ্ণবনগর, বামনগোলা, কালিয়াচক, গাজোল সহ বেশ কয়েকটি থানা এলাকায় জুলাই মাসে নামিদামি কোম্পানির মোবাইল চুরি এবং হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। এইসব ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । এক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন থানা এলাকা থেকেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সেইসব মোবাইলগুলি উদ্ধার করা হয়।এদিন চুড়ি এবং হারিয়ে যাওয়া মোবাইল হাতে পেয়ে পুলিশের ভূমিকায় খুশি প্রকাশ করেছেন প্রকৃত মালিকেরা।

পরীক্ষা চলাকালীন ক্লাস রুমেই সাপের ছোবলে আহত ছাত্রী

জলপাইগুড়ি ঃ পরীক্ষা চলাকালীন ক্লাস রুমেই সাপের ছোবলে আহত হল এক ছাত্রী। শনিবার ধূপগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে ঘটনাটি ঘটেছে। পড়ুয়া সোয়া আকতারকে উদ্ধার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়।বর্তমানে সেখানেই পর্যবেক্ষণে রয়েছে।জানা গিয়েছে, সোয়া আকতার দশম শ্রেনীর ছাত্রী,এদিন ইউনিট টেষ্টের জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শুরুর অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘটনাটি ঘটায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্কুলে।অসুস্থ বোধ করে ছাত্রী স্কুলের শিক্ষিকাদের সাপের ছোবলের ঘটনা জানায়। তড়িঘড়ি ছাত্রীর অপর ক্লাস রুমে থাকা বোনকে ডেকে নিয়ে আসে,তারপরই ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।স্কুল কর্তৃপক্ষ সাপটির ছবি তুলে চিকিৎসককেও দেখায়।সাপটি বিষহীন না বিষধর,তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। হাসপাতালে ছাত্রীর চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে। দিনভর পর্যবেক্ষণে রাখা হবে বলেই জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বামকংগ্রেস জোটের শিবিরে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে

মালদাঃ গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বামকংগ্রেস জোটের শিবিরে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি শিবিরের গ্রিলের দরজার তালা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে দুই রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগে উঠেছে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে।জানা গেছে,হরিশ্চন্দ্রপুর থানা পাড়া এলাকায় হরিশ্চন্দ্রপুর হেড পোস্ট অফিসের সামনে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির বিজয়ী প্রার্থী তহমিনা খাতুনের বাড়িতে হরিশ্চন্দ্রপুর১ নং পঞ্চায়েত সমিতির বামকংগ্রেস জোটের ১১ জন বিজয়ী প্রার্থীকে নিয়ে শিবির করা হয়েছে।অভিযোগ,পঞ্চায়েত স্তরে তৃনমূল কংগ্রেস আশানুরূপ ফলাফল করতে পারেনি।তা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।আগামী ১২ আগস্ট পঞ্চায়েত ও ১৪ আগস্ট পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন রয়েছে।বৃহস্পতিবার রাত বারোটা নাগাদ দুইটি চার চাকা বোঝায় কিছু মুখ ঢাকা দুস্কৃতী ওই শিবিরে হামলা চালায়।লাঠি সোটা এবং বন্দুক নিয়ে শিবিরের মূল ফটোকে আঘাত হানতে থাকে।বিজয়ী প্রার্থী তহমিনা খাতুন এর স্বামী শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে বেধরকভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।তৃণমূল আশ্রিত ওই দুস্কৃতীরা হামলা চালানোর সময় দুই রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ।শিবিরের মধ্যে পাথর ছুড়তে শুরু করেন তৃনমূলের দুস্কৃতীরা।ভেঙে দেওয়া হয় সিসিটিভি ক্যামেরা।এরপরই শিবিরের প্রার্থীদের চেঁচামেচিতে এলাকার মানুষ জেগে যায়।তারপরেই ওই দুস্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।আজ সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানিয়েছেন বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব।এলাকার কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য হরিশ্চন্দ্রপুর১ নং পঞ্চায়েত সমিতি শাসকদলের হাতছাড়া হওয়ার পর থেকেই তারা ক্রমাগত আক্রমণ করে যাচ্ছে।গতকাল তারা জোটের প্রার্থীদের অপহরণ করার জন্য এসেছিল।হামলার ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে।হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার থানা থেকে কিছু দূরে এই ধরনের ঘটনা ঘটায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী।পুলিশের ভুমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।এ প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন এলাকা তৃণমূল নেতৃত্বের দিকে।তার দাবি তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডা বাহিনী জোটের প্রার্থীদের অপহরণ করতে এই কান্ড ঘটিয়েছে।আমরা অবিলম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।এই ব্যাপারে তৃনমূলের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

প্রথম বর্ষে ভর্তি না হতে পেয়ে কলেজে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাল প্রথম বর্ষ ভর্তি হতে আসা শিক্ষার্থীরা

মালদা ঃ প্রথম বর্ষে ভর্তি না হতে পেয়ে কলেজে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাল প্রথম বর্ষ ভর্তি হতে আসা শিক্ষার্থীরা। জানা গেছে শনিবার বামনগোলার পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজের প্রথম বর্ষে ভর্তি লিস্ট বেরিয়েছে কিন্তু নাম না থাকায় কলেজে ক্লাস শুরু হয় ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত ক্লাস করতে পাচ্ছে না ছাত্রছাত্রীরা।ভর্তির দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীরা। তাদের অভিযোগ তারা জেনারেল ও রিজার্ভ ছাত্রছাত্রী তাদের প্রথম বর্ষের ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া তাদের মেরিট লিস্টে নাম উঠেনি । সংরক্ষিত আসন (রিজার্ভড) থাকা সত্ত্বেও তারা ভর্তি হতে পারছে না। তারা আরো জানায় ভর্তি না হতে পেরে তারা ক্লাস করতে পারছে না,এই অভিযোগ তুলে এদিন পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজের অফিসে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখায় প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে আসা প্রায় ১০০ ছাত্রছাত্রীরা । তারা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার জিজ্ঞেস করা হলেও কোন উওর পাওয়া যায়নি, এখন দেখার বিষয়, ওই জেনারেল সংরক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হতে পারবে কি পারবে না এই আশায় রয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। কলেজের ভারপ্রাপ্ত আধিকরী সুজন ঘোষ না থাকায় কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান বক্তব্য কলেজের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক না থাকাই আগামী সোমবার সকল ছাত্রছাত্রীদের ডাকা হয়েছে ভর্তি নিয়ে সমস্যা সমাধান করা হবে অবশেষে ছাত্র ছাত্রীরা গেটে তালা খুলে দেয়।

গতকালই কার্সিয়াং'র বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা বিধানসভা চত্বরে পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সুর চড়ান

শিলিগুড়ি ঃ গতকালই কার্সিয়াং'র বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা বিধানসভা চত্বরে পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সুর চড়ান। অন্যদিকে শনিবার প্রাক্তন জিএনএলএফ নেতা ভবেশ ভূজেল রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখলেন একই দাবিতে আমরণ অনশনে বসার প্রসঙ্গ তুলে। স্বাভাবিকভাবেই বলা বাহুল্য পৃথক রাজ্য ইস্যুতে ফের একবার সরগরম হতে শুরু করেছে পাহাড়। যদিও সবটাই সকলের ব্যক্তিগত মত, অভিব্যক্তি বলে দাবি শংকর ঘোষের। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তার বক্তব্য, ওটা তার ব্যক্তিগত মন্তব্য, তার যুক্তি বিধায়ক নিজেই দেবেন। তবে বিজেপি অখন্ড পশ্চিমবঙ্গের কথা বলে। দলের একটা স্ট্যান্ড রয়েছে। এমনকি ব্যক্তি হিসেবেও বিধায়কদেরও পৃথক মত থাকতেই পারে।

গোটা রাজ্যের সাথে কোচবিহার জেলাতেও শুরু হয়েছে শিল্পে সমাধান ক্যাম্প

কোচবিহার ঃ দুয়ারে সরকারের শিল্পকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তারই অঙ্গ হিসাবে গোটা রাজ্যের সাথে কোচবিহার জেলাতেও শুরু হয়েছে শিল্পে সমাধান ক্যাম্প। শনিবার জেলা ভিত্তিক স্তরে এই ক্যাম্প উৎসব অডিটোরিয়ামে করা হয়।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান, অতিরিক্ত জেলাশাসক সিরাজ ধানেশ্বর, অতিরিক্ত জেলাশাসক রবি রঞ্জন, কোচবিহার পুরসভার পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া সহ অন্যান্যরা। গোটা রাজ্যের সাথে কোচবিহার জেলার প্রতিটি ব্লকে ও জেলার সদর অফিসে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো। ১ থেকে ১৮ই আগস্ট পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে। ৯ টি ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসার উপরে এদিনের এই ক্যাম্পে আলোচনা করা হয়।

সাত সকালেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলো একটি ১২ চাকা লরি

শিলিগুড়ি ঃ শনিবার সাত সকালেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলো একটি ১২ চাকা লরি, ঘটনাটি ঘটেছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জ্বালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশীরাম জোত পাহাড় হাউসের কাছে, ঘটনার পর এলাকার মানুষ ছুটে আসেন তারপর পুলিশ কে খবর দেওয়া হয়,তড়িঘড়ি ফাঁসিদেওয়া থানা পুলিশ এসে , ড্রাইভার এবং খালাসিকে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়।ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসক জানান তারা সুস্থ রয়েছে।

সিপিএমের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, পঞ্চায়েত ভোটে জিতে তৃণমূলে ফিরলেন প্রার্থী

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের থেকে টিকিট না পেয়ে সিপিআইএম এ যোগদানের পর সিপিআইএমের টিকিটে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয় লাভ করে ফের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৭১০০ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য আবুল কালাম আজাদ। আজ দিনহাটায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর উপস্থিতিতে ফের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন আবুল কালাম আজাদ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যারা দলের টিকিট না পেয়ে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাদের আর দলে ফেরত নেওয়া হবে না। সেই জায়গায় পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হতেই আবুল কালাম আজাদ সিপিআইএম ছেড়ে পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় শুরু হয়েছে জল্পনা। আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার পর আবুল কালাম আজাদ বলেন, আমি এক সময় সিপিআইএম করতাম।পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সিপিআইএম এ যোগদান করেছিলাম। কিন্তু সিপিআইএম এর মধ্যে কাজ করার সুযোগ না থাকায় তিনি আবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, কোনো একটি কারণে আবুল কালাম আজাদ সিপিআইএমের প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যেহেতু গোটা ব্লকে বামফ্রণ্টের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র তিনি জয়ী হয়েছেন তিনি মনে করেছেন তিনি একা থেকে কি করবেন। তাই তিনি নিজেই যোগাযোগ করেছেন এবং পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এবং তিনি আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় সেই এলাকায় দল আর শক্তিশালী হলো।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হল টক টু মেয়র কর্মসূচি

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হল টক টু মেয়র কর্মসূচি। ভাঙা রাস্তা, আবর্জনা সাফাই সহ নানা সমস্যা নিয়ে মেয়রকে ফোন মারফত অভিযোগ জানান শহরবাসী।শনিবার সকাল ১১ টা থেকে ১২টা পর্যন্ত শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে এই কর্মসূচি আযয়োজিত হয়। বেশ কয়েকজন বাসিন্দা বেহাল রাস্তার অভিযোগ তোলেন। তাদের সমস্যা নথিভুক্ত করে সমাধানের আশ্বাস দেন মেয়র গৌতম দেব।

ডেঙ্গি রুখতে শহরে আরও ৪টি আবর্জনা পরিষ্কার করার ভ্যান চালু করলো পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ ডেঙ্গি রুখতে শহরে আরও ৪টি আবর্জনা পরিস্কার করার ভ্যান চালু করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম।সবুজ পতাকা দেখিয়ে শনিবার গাড়িগুলির উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব।গতবারের মতো এবারেও ডেঙ্গি যাতে ভয়াবহ রুপ ধারণ না করতে পারে সেকারণে আগেভাগেই প্রস্তুতি নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ফগিং,ব্লিচিং ছড়ানো ও দুয়ারে দুয়ারে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে।জঞ্জাল পরিস্কারের জন্য পুর কর্মীও নিয়োগ করা হয়েছে।এবারে আবর্জনা পরিস্কারের জন্য শহরে নামানো হলো আরও ৪টি ভ্যান।শনিবার সবুজ পতাকা দেখিয়ে এই কাজের সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব।উপস্থিত ছিলেন জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে সহ অন্যান্য পুর আধিকারিকরা।

স্বাস্থ্য দপ্তরে নতুন করে কর্মি নিয়োগ করা হলেও সেই নিযয়েগ প্রকৃয়া থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে করোনা যোদ্ধাদের। এর প্রতিবাদে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি স্বাস্থ্য দপ্তরে নতুন করে কর্মি নিয়োগ করা হলেও সেই নিযয়েগ প্রকৃয়া থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে করোনা যোদ্ধাদের। এর প্রতিবাদে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ আঃেদালন শুরু করলেন দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে আসা করোনা যোদ্ধারা কোভিড যোদ্ধাদের অভিযোগ, স্বাস্থ্য দপ্তরের একাংশ কর্মির আত্মীয় স্বজনরা চাকরি পাচ্ছেন। অথচ জলপাইগুড়ির কোভিড হাসপাতালে কাজ করে আসা করোনা যোদ্ধারা নতুন নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্বচ্ছ নিযয়েগের মাধ্যমে কোভিড যোদ্ধাদের চাকরির সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান তারা। আন্দোলনরত করোনা যোদ্ধারা বলেন, কোভিড হাসপাতালগুলোতে কাজ করার সময় নিজেদের জীবন বাজি রেখে পরিষেবা দিয়ে এসেছেন তারা। তাই জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যে কর্মি নিয়োগের প্রকৃয়া চলছে সেখানে তাদেরও সুযোগ দেওয়া হোক। বিষয়টি নিয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেখছে। তা সত্ত্বেও ওনাদের দাবিগুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

অশ্বমেধ যজ্ঞের সম ফলদায়ী মহাপূণ্যকারী’ পরমাএকাদশী’ তিথি

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ আজ অশ্বমেধ যজ্ঞের সম ফলদায়ী মহাপূণ্যকারী’ পরমাএকাদশী’ তিথি। হিন্দুধর্মে প্রত্যেক একাদশী তিথিপালন ও ব্রত উপবাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অধিকমাসে যে একাদশী আসে তার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, কারণ এই একাদশী তিনবছরে একবার আসে। অধিকমাসের দ্বিতীয় একাদশী হল পরমা একাদশী। অধিকমাস বা পুরুষোত্তম মাস শেষ হওয়ার আগে এই একাদশী ব্রতপালন করলে শুভফলাফল ও পূণ্যলাভ হয় বলে মনে করা হয়। পঞ্জিকা অনুযায়ী বলছে, আজ ইং. ১২ অগাস্ট অধিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের পরমা একাদশী। একাদশী তিথি শ্রীবিষ্ণুরপ্রিয়, আবার অধিক মাসের অধিপতিশ্রীবিষ্ণু। এহ ৈকারণে পরমা একাদশী ব্রতপালন করলে বিষ্ণুর আশীর্বাদে উন্নতি ও সাফল্যের পথপ্রশস্ত হয়।

এটি একটি পৌরাণিক বিশ্বাস যে পরমা একাদশী উপবাস করলে ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হন এবং ভক্তরা বিরল কৃতিত্ব লাভ করেন, তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এই একাদশী তিথিতে নিয়ম মেনে পুজো করলে ধন সম্পত্তি লাভ করা যায়। এছাড়া পরমা একাদশীর উপবাসে স্বর্ণদান, শিক্ষাদান, খাদ্যদান, ভূমিদানও গোদানের বিশেষ গুরুত্ব বলা হয়েছে।

পঞ্জিকা অনুযায়ী অধিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী তিথি শুরু হয়েছে ১১ই অগাস্ট, শুক্রবার সকাল ৫টা ৬ মিনিটে। আজ ১২ই অগাস্ট শনিবার, সকাল ৬টা ৩১ মিনিট পর্যন্ত একাদশী থাকবে। পরমা একাদশী ব্রত পালিত হবে ১২ অগাস্ট শনিবার। এই দিন একাদশী পুজোর শুভ সময় হল সকাল ৭টা ২৮ মিনিট থেকে ৯টা ৭ মিনিট পর্যন্ত। ১৩ অগাস্ট সকাল ৫টা ৪৯ মিনিট থেকে ৮টা ১৯ মিনিটের মধ্যে একাদশীর ব্রতভঙ্গ করতে হবে।

উল্লেখ্য উদয়া তিথির কারণে ১১ অগাস্ট পরমা একাদশী পালিত হওয়া উচিত। কিন্তু তিথি ক্ষয় হওয়ায় ১২ অগাস্ট এই একাদশী ব্রত পালন করা হবে।

অধিক মাসের পরমা একাদশীর মাহাত্ম্য

পৌরাণিক ধারণা অনুযায়ী কুবের এই একাদশী ব্রত পালন করেছিলেন। এই ব্রত করলে দারিদ্র্য দূর হয়। এই তিথি অত্যন্ত শুভ এবং উত্তম ফলাফল প্রদান করে থাকে। এই ব্রত পালন করলে ধন লাভের পথ প্রশস্ত হয়, ব্যক্তির আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। শাস্ত্র মতে পরমা একাদশী ব্রত পালন করলে ব্যক্তি পাপমুক্ত হয়। পাশাপাশি বিষ্ণু নিজের ভক্তদের সমস্ত মনস্কামনা পূরণ করেন।

পরমা একাদশীর দান

এই তিথিতে নিয়ম মেনে বিষ্ণুর পুজো করার পর দানপুণ্য করা উচিত। পরমা একাদশীতে স্বর্ণ, বিদ্যা, অন্ন, ভূমি ও গোদানের বিশেষ মাহাত্ম্য স্বীকৃত।

পরমা একাদশী পালনের উপায়

শাস্ত্র মতে পরমা একাদশী তিথিতে বিষ্ণুর

উপাসনা করলে পিতৃপুরুষদের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। আবার এই দিন পুজোর সময়ে বিষ্ণুকে পঞ্চামৃত অর্পণ করতে ভুলবেন না। একাদশী ব্রতকথা পাঠ করাও শুভ।

পরমা একাদশীর দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নানের পর ভগবান বিষ্ণুর পুজো করুন নিষ্ঠা ভরে।

তারপর নির্জলা ব্রতের সংকল্প নিয়ে বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করুন।

রাতে শ্রী হরি ও শিব ঠাকুরের পুজো করুন।

প্রথম পর্বে নারকেল, দ্বিতীয় পর্বে লতা এবং তৃতীয় পর্বে আতা এবং চতুর্থ পর্বে কমলা ও সুপারি ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন।

পূজার পর উপবাস ইতি করুন।

লোকসভা থেকে সাসপেন্ড অধীর চৌধুরী

নয়া দিল্লি ঃ কংগ্রেসের লোকসভার নেতা অধীর চৌধুরীকে সাসপেন্ড করা হলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। বহরমপুরের সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন এবং মন্ত্রীদের বলার ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছিলেন। অধীরের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করেন সংসদীয়মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। তিনি বলেন, ‘‘অধীর রঞ্জন চৌধুরী লোকসভায় ইচ্ছে করে এবং বারবার অসদাচরণ করছেন, স্পিকারের অধিকারকে মানছেন না। তার এই আচরণ নিয়ে প্রিভিলেজ কমিটি বিচার করুক। তারা তদন্ত করে যতদিন রিপোর্ট না দিচ্ছেন, ততদিন অধীরকে সাসপেন্ড করা হোক।’’ এই প্রস্তাব ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়। তখন কংগ্রেসের কোনো সাংসদ লোকসভায় ছিলেন না। তারা আগেই ওয়াকআউট করেছিলেন। পরে অধীর জানান, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করেননি। অধীর বলেছেন, ’’আমি কারো মনে দুঃখ দিতে চাইনি। মণিপুর নিয়ে মোদীজি ’নীরব’ ছিলেন। ’নীরব’ মানে কোনো কথা বলেননি। প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।’’ অধীর জানিয়েছেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রীও মনে করেননি, আমি তাকে অপমান করছি। তার দরবারিরা এরকম মনে করেছে এবং আমার বিরুদ্ধে প্রস্তাব এনেছে। আমি জেনেছি, প্রিভিলেজ কমিটিতে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তারা সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত আমায় সাসপেন্ড করা হয়েছে।’’ অধীর বলেছেন, ’’শুধু প্রহ্লাদ জোশী নয়,বিজেপির সব নেতা মিলে যদি আমার একটা শব্দ, একটা ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। আমি কোনো অসংসদীয় শব্দ ব্যবহার করিনি। মোদীজি মণিপুর নিয়ে চুপ থাকার জন্য আমি ‘নীরব’ ও ‘অন্ধ্র ধৃতরাষ্ট্র’ উপমা ব্যবহার করেছি।’’ তৃণমূল নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘‘অন্যায় করা হয়েছে অধীরের সঙ্গে।’’ অনাস্থা নিয়ে বিতর্কে বলতে উঠেই মোদী অধীরের প্রসঙ্গ টানেন। তিনি বলেন, ’’এখানে এমন সব ঘটছে, তা আগে শুনিনি বা দেখিনি। সবচেয়ে বড় বিরোধী দলের নেতার নাম বক্তার তালিকায় নেই। আমি জানি না, কলকাতা থেকে কোনো ফোন এসেছিল কি না।’’ এরপর প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘বারবার অধীরবাবুকে অপমান করেছে কংগ্রেস। কখনো নির্বাচনের কথা বলে তাকে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়। আবার ফেরানো হয়।’’ কংগ্রেস জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক। কংগ্রেসের চিফ হুইপ মানিক ঠাকুর বলেছেন, ‘‘এই প্রথমবার মোদীর বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য বিরোধী নেতাকে সাসপেন্ড করা হলো। এটা অবিশ্বাস্য, অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত।’’

আঙারগড়িয়া পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন বিজেপির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার মহম্মদবাজার ব্লকের আঙারগড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করলো বিজেপি । প্রধান নির্বাচিত হলেন সুকুমার হাঁসদা এবং উপপ্রধান সুবল বাগদী । নবনির্বাচিত প্রধান সুকুমার হাঁসদা বলেন, গত পঞ্চায়েতের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে পঞ্চায়েত পরিচালনা করবো । মানুষের জন্য কাজ করবো । আবীর খেলায় মেতে উঠে বিজেপি কর্মীসমর্থকেরা । বিজেপি জেলা সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, জনগণের রায়ে আঙারগড়িয়া জিতেছে বিজেপি । ছাপ্পা ভোট বুথ দখল করার পরেও । তারপরেও তৃণমূল চেষ্টা করেছিল পঞ্চায়েত গঠন করার জন্য ।

সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান হচ্ছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান হচ্ছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় । উজ্জ্বল নয় নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর । আগামী চোদ্দো আগস্ট দুপুরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে । উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, খুব ভালো লাগছে । এরআগে আমি চেয়ারম্যান ছিলাম । সিউড়ি শহরে জলের সমস্যা আছে । সিউড়ি প্রাচীন শহর । সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবো । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শারীরিক ও পারিবারিক সমস্যার কারণে গত একত্রিশে জুলাই সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন প্রনব কর ।

মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সরানো নিয়ে রনক্ষেত্র কড়িধ্যা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃএগারো আগস্ট শুক্রবার সিউড়ি একনং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত প্রধান বেলা দত্ত এবং উপপ্রধান সঞ্জীব বাগদী সহ বিজেপি সদস্যরা ভারত মাতার ছবি নিয়ে প্রধানের ঘরে থাকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে ভারত মাতার ছবি রাখতে গেলে বাধা দেয় তৃণমূল । শুরু হয় বচসা ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে । ভাটিপাড়ার তৃনমূলকমী ওয়াসিম খান সবার সামনে এক বিজেপি কমী হুমকি দিয়ে বলে, তুই বাইরে বেরোতে পারবি না । নবনির্বাচিত প্রধান বেলা দত্ত এবং উপপ্রধান সঞ্জীব বাগদী বলেন, প্রধানের ঘরে ভারত মাতার ছবি লাগানোর জন্য পঞ্চায়েতের অফিসারকে বললে তৃনমূল বাধা দেয় । বোমা মারা গুলি করার হুমকি দিচ্ছে । আমরা থানায় যাবো । পঞ্চায়েতের তৃনমূল সদস্য জয়দীপ মুখ্যাজী বলেন, পঞ্চায়েত রাজ্যের তাই মুখ্যমন্ত্রীর ছবি রাখতে হবে । ওরা মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সরাতে গেলে বাধা দিই বচসা হয় । বিজেপি বুথ সভাপতি প্রেমানন্দ সাহা বলেন, তৃণমূল লোক নিয়ে এসে ঝামেলা করছিল । বোমা মারবে গুলি করবে বলছিল ।

পঞ্চায়েত সেক্রেটারি মৌমিতা ভাদুড়ী বলেন, প্রথম প্রথম এইরকম হয় তারপর ঠিক হয়ে যায় । ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ । দশ আগস্ট সিউড়ি একনং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে বিজেপি । প্রধান হন বেলা দত্ত এবং উপপ্রধান সঞ্জীব বাগদী । কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতে সাতেরো আসনের মধ্যে বিজেপি নয় এবং তৃনমূল আট আসনে জয়লাভ করেছিল ।

রেললাইনে নজরদারি ডগ স্কোয়াড

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ দশ আগস্ট বিকালে সাইথিয়া স্টেশনে শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে দুটি ব্যাগে বারোটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে রেল পুলিশ । যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি পুলিশ । তার উপর কয়েকদিন পর পনেরো আগস্ট স্বাধীনতা দিবস । নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে শুক্রবার রেল পুলিশের উদ্যেগে সিউড়ি স্টেশনে মেটাল ডিটেক্টর,ডগ স্কোয়াড দিয়ে তল্লাশি চালানো হয় রেললাইন,যাত্রীদের ব্যাগে । হাটজনবাজার লেভেল ক্রসিং এ তল্লাশি চালায় রেল পুলিশ ।

বাংলা শস্য বীমা খরিফের দুটি সুসজ্জিত ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হল

মালদা ঃ বাংলা শস্য বীমা খরিফের দুটি সুসজ্জিত ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হল। শুক্রবার মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে সুসজ্জিত এই দুটি ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং তাজমুল হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। জানা গেছে আজ থেকে বাংলা শস্য বীমা খরিফের এই দুটো ট্যাবলো বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে ঘুরে কৃষকদের সচেতনতা করবে এবং বাংলা শস্য বীমার মাধ্যমে তারা কি কি সুযোগ সুবিধা পাবেন তা তুলে ধরা হবে। বপন জনিত বিফলতা, অন্তর্বর্তী ক্ষতিপূরণ, মরসুম শেষের ক্ষতিপূরণ সহ কৃষকরা এই বিমার মাধ্যমে কি কি সাহায্য পাবেন তা তুলে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের মিলিত উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় রূপায়িত হচ্ছে এই বিমা। এই ফসলের আওতায় ফসলের ক্ষতিপূরণ মূল্যায়ন তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুততার সাথে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ কৃষকদের ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হবে।

এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ দুই নম্বর ব্লকের রামপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এর জাল ধোয়া বালা বাড়ি এলাকায় ধনো বর্মন(৫৫) নামের এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পরিবারের দাবি ওই ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে খুন করা হয়েছে। গতকাল রাতে পরিবারের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ে ওই ব্যক্তি। আজ সকালের স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির কিছুটা দূরে রাস্তায় তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। ঘটনার খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ উদ্ধার করতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ আটকে দেয়। তাদের পাবি কে বা কারা ওই ব্যক্তিকে খুন করেছে আগে সেই তদন্ত করতে হবে। তারপরে মৃতদেহ পুলিশের হাতে দেওয়া হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

কোচবিহারে যুব তৃণমূল কংগ্রেস শহিদ দিবস পালন করল

কোচবিহার ঃ ১৯৮৮ সালে ৪ আগস্ট খাদ্যে ভেজাল তেল ব্যবহারের প্রতিবাদ আঃেদালনে শহীদ রবিন, বিমান,হায়দার, এর শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শহীদ দিবস পালন করল যুব তৃণমূল কংগ্রেস। ১৯৮৮ সালের রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা থাকাকালীন ভেজাল তেল খেয়ে বহু শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে ৪ আগস্ট যুব তৃণমূল কংসের পক্ষ থেকে ভেজাল তেলের প্রতিবাদে আঃেদালন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে কোচবিহারের মৃত্যু হয় রবিন, বিমান, হায়দারের। এই শহীদ দের স্মরণ করতে আজ সাগরদিঘী পাড়ে অবস্থিত শহীদ বেদীতে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। একই সঙ্গে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহীদ স্মরণসভার আযো়জন করা হয়।

ডিমের বাজারে কর্পোরেট হানা

ঢাকা ঃ দুই সপ্তাহ আগে মুরগির একটি ডিমের দাম ছিল ১০ টাকা ৫০ পায়সা। এখন তা ১৫ টাকা। দাম বাড়ার কেনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা ব্যবসায়ীদের কাছে নেই। তারপরও দাম বাড়ছে।

১৫ দিন আগের দামের সঙ্গে তুলনা করলে প্রতিদিন সারা দেশের ক্রেতাদের কাছ থেকে সব মিলিয়ে বাড়তি নেয়া হচ্ছে ১৭ থেকে ১৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা। বাংলাদেশ পোল্ট্রি অ্যাসোসিশনের সভাপতি সুমন হাওলাদার জানান, বাংলাদেশে প্রতিদিন সব ধরনের ডিমের মোট চাহিদা চার কোটি ৫০ লাখ পিস। আর উৎপাদন আছে পাঁচ কোটির মতো। তিনি বলেন, দেশে ডিমের উৎপাদন হঠাৎ করে কমে যায়নি। তবে পোল্ট্রি ফিডের দাম বেড়েছে। তারপরও খুচরা পর্যায়ে একটি ডিম এখন কোনোভাবেই ১৩ টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়। আসলে ডিমের বাজার খামারিদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এটা নিয়ন্ত্রণ করে কিছু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান। তারাই ঠিক করে দেয় ডিমের দাম। তিনি জানান, প্রতিদিন সকালে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকজন ডিমের দাম ঠিক করে দেয়। আর সেই দামেই সারা দেশে ডিম বিক্রি হয়। এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। তারা তাদের নির্দিষ্ট এজেন্টদের মাধ্যমে সকাল ১০টার মধ্যে মোবাইল ফোনের এসএমএসএস, ফেসবুক পেজের মাধ্যমে সরা দেশে ডিমের দাম জানিয়ে দেয়। সেই দামেই বিক্রি হয়। এর সঙ্গে উৎপাদন বা চাহিদার তেমন সম্পর্ক থাকে না। কনজ্যুমারস অ্যাসেসিয়েশন অব বাংলাদেশের সহসভাপতি এস এম নাজের হোসোন বলেন, গত বছর একই ভাবে ডিমের বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারপরও ঢাকা ও ঢাকার বাইরে দামে কিছুটা পার্থক্য ছিল। কিন্তু এবার এমনভাবে সিন্ডিকেট করা হয়েছে যে গ্রাম পর্যন্ত খুচরা দাম একই। গত বছরের আগস্টে একইভাবে ডিমের বাজারে কারসাজি করে দাম বাড়ানো হয়। তখন ভোক্তা অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে ও তদন্ত করে কাজী ফার্মসসহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ডিমের বাজারে সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানোর প্রমাণ পায়। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলাও হয়। ওই পর্যন্তই। এসএম নাজের হোসেন বলেন, তাদের বিরুদ্ধে মামলা হলেও সেই মামলায় কোনো ফল হয়নি। তাদের শাস্তির আওতায় আনা যায়নি। তাই তারা মজা পেয়ে গেছে। আবারো সিন্ডিকেট করে মুনাফা লুটছে।

বাংলাদেশে এখন পোল্ট্রি খামারি আছে ৬০ হাজার। তাদের মধ্যে ২০ হাজার খামারি ডিম উৎপাদন করেন । আর ৪০ হাজার খামারি মুরগি উৎপাদন করেন। এই ৬০ হাজার খামারের মধ্যে ১৯ হাজার খামারিকে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় নিয়ে গেছে কয়েকটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান। এটা দাদন ব্যবসার মতো। তাদের আগাম টাকা দিয়ে ডিম ও মুরগির দাম বেঁধে দেয়া হয়। সারা বছর সেই একই দামে ডিম ও মুরগি কেনে কয়েকটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান। দেশে মোট খামারের তিন ভাগের একভাগ তারা একচকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বাকিরা বিচ্ছিন্ন। তাই কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সহজেই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাদের আবার নিজস্ব ফার্মও আছে। সাভারের খামারি দেলোয়ার হোসেন বলেন, এই সময়ে ডিমের চাহিদা একটু বেশি থাকে। কিন্তু ডিম উৎপাদন কমেনি। পর্যাপ্ত সরবরাহ আছে। আসলে এখন দাম আমাদের হাতে নেই। আর বাজারে যে ডিমের এত দাম তা কিন্তু খামারিরা পায় না। আমাদের একটি ডিম উৎপাদনে খরচ হয় ১০ টাকা। ৪০-৫০ পয়সা বেশি দামে আমরা বিক্রি করতে পারি। লাভের টাকা চলে যায় কর্পোরেটদের হাতে।

সুমন হওয়ালাদার অভিযোগ করেন, কাজী ফার্মস ও প্যারাগন গ্রুপ এখন ডিমের বাজারে মূল খেলোয়াড়। দেশে পোল্ট্রি শিল্প নিয়ে তিনটি সমিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে । তারাই এগুলো গঠন করেছেন বাজার তাদের দখলে রাখার জন্য।

ভোক্তা অধিদপ্তর ছাড়াও গত বছর আগস্টে কাজী ফার্মস, প্যারাগন, সিপি, ডায়মন্ড এগ, পিপলস ফিডসহ বেশ কয়েকটি কোম্পানির বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা করে প্রতিযোগিতা কমিশন। কমিশন ওই মামলার শুনানিতে প্রতিদিন সকালে কাজী ফার্মস যেভাবে ডিমের দাম ঠিক করে দেয় তাতে বিস্ময় প্রকাশ করে।

ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, আমরা গত বছরের আগস্টে ডিমের বাজার অস্থির হওয়ার পর পুরো বিষয়টি তদন্ত করেছি। আমরা দেখেছি বাজারে সিন্ডিকেট করে ডিমের দাম বাড়ানো হয়েছে। আমরা অভিযান চালিয়ে মামলা করেছি, জরিমানা করেছি। আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রতিবেদন জমা দিয়েছি। আমাদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিযোগিতা কমিশন কাজী ফার্মসহ আটটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলাও করেছে। কিন্তু তারপরও আবার সিন্ডিকেট সক্রিয়। তার কথা, আমরা আবার অভিযান শুরু করেছি। কিন্তু সমস্যা হলো, একটি ডিমের উৎপাদন খরচ কত তা তো আমাদের ‘আনুষ্ঠানিকভাবে’ জানা নেই। এটা বলতে পারবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ।

নারীর প্রতি সংঘবদ্ধ আক্রমণের কারণ

ঢাকা ঃ নারীর প্রতি সহিংসতা, নারীকে অবদমন, নারীকে তার প্রাপ্য না দেয়া এটা শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়েরই ঘটনা নয়। এটা সংঘবদ্ধ ভাবে করা হয়। সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, আক্রমণ বা চরিত্র হনন কীসের বহিঃপ্রকাশ? খুলনায় চারজন নারী ফুটবলারের ওপর হামলা হয়েছে তারা এক নারী ফুটবলারের ছবি ছড়িয়ে দেয়ার প্রতিবাদ করায়। এখানে বিষয় ছিলো নারীরা হাফ প্যান্ট ও জার্সি পরে ফুটবল খেলে এটা মানতে পারেনি কেউ কেউ কেউ। তাই ছবি ছড়িয়ে দিয়ে কটুক্তি করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হামলা করা হয়েছে। হামলার পর পুলিশ ও প্রশাসন সক্রিয় হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। একজন হামলাকারী আটকও হয়েছে। তবে এই নারীরা কেন খেলবে? কেন খেলার পোশাক পরবে এটা নিয়ে কিন্তু একটি গোষ্ঠীর সমালোচনার শেষ নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তারা তৎপর। খুলনায় হামলা না হলে হয়তো ছবি ছড়িয়ে কটুক্তির ঘটনাটা আমাদের নজরেও আসত না। আমাদের মানসিকতায় সমস্যা আছে । নারীর খেলবে এটা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর পিছনে ধর্ম যেমন আছে। আছে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। আর এ কারণেই এখানে নারী ক্রিকেটার, ফুটবলার জাতীয় দলে বেতন বৈষম্যের শিকার। তাই সাফল্য বয়ে আনা নারী ক্রিকেটারদের ২০১৮ সালে চট্টগ্রামে নেয়া হয়েছিলো লোকাল বাসে। পুরুষ ক্রিকেটাররা গিয়েছিলেন বিশেষ এসি বাসে।

গত বছরের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার এক প্রবাসী তরুণী যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে গিয়ে জিন্সের প্যান্ট, শার্ট আর ওভার কোট পরা একটি ছবি দেন ফেসবুকে। আর তাতেই ওই এলাকার কিছু লোকের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে। প্রথমে তারা ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করে। এরপর এলাকায় সালিশ বসায়। সালিশে ওই তরুণীর কুলাউড়ায় অবস্থানরত পরিবারের সদস্যদের একঘরে করে রাখার ঘোষণা দেয়। আর এই সিদ্ধান্ত দেয় ওই এলাকার মসজিদ কমিটি। মসজিদ কমিটি তার পরিবারকে ওই পোস্ট দেয়ায় ক্ষমা চাইতে এবং পোস্টটি সরাতে বাধ্য করে । শুধু তাই নয়, তারা এনিয়ে কোথাও অভিযোগ করবেন না বলে মুচলেকাও নেয়া হয়। পরে বিষয়টি প্রশাসনের কাছে গেলে মসজিদ কমিটি ক্ষমা চেয়ে রেহাই পায়। ২০১৭ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে নারীদের ফসলের মাঠে ও ক্ষেতে খামারে না যাওয়ার জন্য ফতোয়া দেন স্থানীয় কল্যাণপুর মসজিদের ইমাম ও অনুসারী মুসল্লিরা । আর তা মসজিদের মাইকে প্রচার করা হয়। তাদের দাবি ছিলো, নারীরা ফসলের মাঠে গিয়ে ফসল চুরি এবং কেউ কেউ অসামাজিক কাজ করে। পরে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হলে পুলিশ ওই ইমামকে আটক করে। ২০১৫ সালে বগুড়ার শাহজাহানপুরে প্রবাসী এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাগের মাথায় তালাক বলায় গ্রাম্য মাতব্বররা প্রথমে ওই পরিবারটিকে ফতোয়া দিয়ে এক ঘরে করে রাখে এবং পরে হিল্লা বিয়েতে বাধ্য করে। হিল্লা বিয়ের পর আবার টেলিফোনে তার স্বামীর সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়। ওই নারী এরপর থানায় মামলা করলে পুলিশ যারা ওই ফতোয়া দেন, তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেন। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গোপালগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে ছয় সদস্যের এক ধর্ষক দল। ওই ধর্ষকেরা বন্ধুর সাথে থাকা ওই ছাত্রীকে প্রথমে ইভ টিজিং করে। এর প্রতিবাদ জানালে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে।

নারীর প্রতি সহিংসতা বাংলাদেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। আর এই সহিংসতা ব্যাপ্তি বোঝা যায় তাদের প্রতি সংঘবদ্ধ আচরণে। মানবাধিকার কর্মী এবং নারী নেত্রী অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন,নারীর প্রতি ব্যক্তির যে আচরণ সেটা এই সংঘবদ্ধ আচরণ দিয়েই বোঝা যায়। আমাদের সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে নারীকে হেয় করে দেখা বা ছোট করে দেখার প্রবণতা এখনো কমেছে বলে মনে হয় না। পুরুষরা মনে করে নারীরা তারা যেরকম বলবে সেই রকম চলবে। তার কোনো ইচ্ছা বা স্বাধীনতা নাই। নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর খেলাধুলা, স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচন এর কোনো কিছুই তাদের সহ্য হয় না।

সম্পাদকীয়

আফ্রিকার দেশ নিজেরে সেনা হস্তক্ষেপ নিয়ে বৈঠকে বসেছে প্রতিবেশীরা

আফ্রিকার দেশ নিজেরের পরিস্থিতিতে কীভাবে হস্তক্ষেপ করা হবে তা নিয়ে আলোচনার জন্য পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর জোট ইকোওয়াস নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় এক জরুরি বৈঠকে বসেছে। নিজেরে গত ২৬শে জুলাই সেনা অভ্যুত্থানের পর ইকোওয়াস সেনা শাসনের অবসান দাবি করে এবং নিজেরের সামরিক জান্তাকে গত ৬ই জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। সেই সময়সীমা পার হওয়ার পর ইকোওয়াস জোট এখন বৈঠক করছে। সংবাদদাতা অ্যান্ড্রু হার্ডিং জানাচ্ছেন, নিজেরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সামরিক কিংবা কূটনৈতিক শক্তি ব্যবহারের প্রশ্নে পশ্চিম আফ্রিকার নেতাদের সামনে সহজ কোন বিকল্প খোলা নেই। তারা নিজেরে গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা নিয়ে উদ্বিগ্ন, কারণ আকারে বিশাল কিন্তু দরিদ্র এই দেশটি দীর্ঘদিন ধরে ইসলামপন্থী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু নিজেরের ক্ষমতা দখলকারী সামরিক নেতারা এখন পর্যন্ত বাইরের বিশ্বের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক

চাপ প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন। ইকোওয়াস নিজেরের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহারেরও হুমকি দিয়েছে। কয়েক বছর আগে, এধরনের হুমকি মোটামুটি সহজবোধ্য বিকল্প হতে পারতো। কিন্তু নিজেরের অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ, বিশেষ করে মালিতে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে যাতে সহায়তা করেছে রাশিয়ার ভাড়াটে সৈন্যদল ওয়াগনার গ্রুপ। মালির সেনা শাসকরা বলছে, তারা নিজেরের জেনারেলদের পাশে আছেন। সব মিলিয়ে আফ্রিকার একটি বিশাল অস্থিতিশীল অংশ এখন আরও বেশি ঝুঁকির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রয়টার্স খবর দিচ্ছে, নিজেরে সেনা শাসনের পর প্রশ্ন উঠেছে যে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ১,১০০ জন সৈন্যকে সে দেশে আর রাখতে পারবে কিনা। সাহেল অঞ্চলে ইসলামপন্থী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই মার্কিনীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। নিজেরের সেনা অভ্যুত্থানের নায়করা এখন ওয়াগনার গ্রুপের কাছে সাহায্য চাইলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ওয়াগনার গ্রুপকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে। ওয়াগনারের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন নিজেরের অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বলেছেন, তার ভাড়াটে সৈন্যরা সে দেশের শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে সেনা শাসকদের সাহায্য করতে তৈরি আছে। ওদিকে নিজেরের সামরিক অভ্যুত্থানের নেতারা বৃহস্পতিবার ইকোওয়াস শীর্ষ সম্মেলনের ঠিক আগে এক ঘোষণার মাধ্যমে একটি নতুন সরকার গঠন করছে। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এক ঘোষণায় সামরিক জান্তার প্রধান জেনারেল আবদুরাহমান চিয়ানির পক্ষে মন্ত্রিসভার ২১ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়। সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন লামিন জেইন আলি মহামানে। তিনি একই সাথে অর্থমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করবেন। নিজের সেনাবাহিনীর সাবেক স্টাফ প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল সালিফু মোদি, যাকে জেনারেল ছিয়ানির ডানহাত বলে মনে করা হয়, তাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ দেয়া হয়েছে। কর্নেল আবদুরাহমানে আমাদৌ, ২৬শে জুলাই সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে যিনি রাষ্ট্রীয় টিভিতে বেশিরভাগ সরকারি ঘোষণা পাঠ করছেন, তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। সেনা শাসকরা ইতোমধ্যেই সামরিক বাহিনীতে নতুন অধিনায়কদের নাম ঘোষণা করেছে এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজুমের প্রশাসনে কাজ করা বেশিরভাগ সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে।

শান্তি দূরে থাক, অস্ত্রবিরতিতেও যে কারণে রাজি নয় ইউক্রেন

রাজন মেনন
প্রাবন্ধিক

ই উক্রেনে রাশিয়া আগ্রাসন শুরু করার পর যুদ্ধ বন্ধে নেওয়া উদ্যোগের বয়সও কয়েক মাস পেরিয়েছে। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা শুরু করে। এর ঠিক এক বছর পর চীন শান্তির জন্য ১২ দফা প্রস্তাব দেয়। এ বছরের জুন মাসে আফ্রিকার একদল নেতা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করে ১০ দফা শান্তি প্রস্তাব দেয়। উদ্যোগটা আসে এ মাসেই। যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে সৌদি আরব ইউক্রেনসহ ৪০টির বেশি দেশকে নিয়ে একটি পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। যদিও সেখানে রাশিয়া ছিল না।

রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ ১৮ মাস পেরিয়েছে, এ ধরনের প্রচেষ্টার কারণ বোধগম্য হয়েছে। ইউক্রেনে অনেক জায়গা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পুনর্গঠনের জন্য কয়েক শ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। ১ কোটি ১০ লাখ ইউক্রেনীয় হয় অভিবাসী হয়েছেন, না হয় অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন যা মোট জনসংখ্যার সিকি ভাগ। কমপক্ষে ২৬ হাজার বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছেন। অনেকে বলছেন, প্রকৃত সংখ্যা এ থেকে অনেক বেশি। আর সামরিক হতাহতের সংখ্যা চার গুণ বেশি। যুদ্ধকালে যে কেউ ইউক্রেনে গেলে তার বুঝতে অসুবিধা হবে না যে ইউক্রেনে ধ্বংসযজ্ঞের যে ব্যাপকতা, সেটা কোনো দিক থেকেই তুলনীয় নয়।

শান্তি উদ্যোক্তাদের উদ্যোগী হওয়ার পেছনে আরও কিছু বিবেচনা কাজ করেছে। এই যুদ্ধ রাশিয়া ও ন্যাটোর যুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এতে বিশ্ব পারমাণবিক সংঘাতের দিকে যেতে পারে। এ ছাড়া ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানিতে অবরোধ সৃষ্টি করা হলে তাতে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে যেতে পারে। সেটা হলে বিশ্বের গরিব দেশগুলোতে ক্ষুধা পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করবে।

যদিও যুদ্ধ বন্ধের এসব প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। কিন্তু এগুলো সাফল্যের মুখ দেখার ক্ষেত্রে এখনো পাহাড়সমান প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে। যুদ্ধ শুরু করে সহজ একটা কাজ। কিন্তু যুদ্ধের অবসান চরম কঠিন একটা ব্যাপার।

অনেক সময় এ ধরনের যুদ্ধে এক পক্ষ কূটনৈতিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। কেননা, তারা বুঝতে পারে, যুদ্ধে জয় পাওয়া তাদের জন্য অসম্ভব। তারা বুঝতে পারে, যুদ্ধ চালিয়ে গেলে কেবল মৃত্যু ও ধ্বংসই বাড়তে থাকবে। এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের ছাড় দিয়েও এক পক্ষ চুক্তিতে আসে।

কিন্তু ইউক্রেনরাশিয়ার ক্ষেত্রে দুই পক্ষের কেউই বিজয়ের আশা ছেড়ে দেয়নি। দুই পক্ষ এখনো ভাবছে, তারা বিজয়ী হবে। বাইরের লোকজনের যুক্তি দিতে পারে, তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি নড়বড়ে। কিন্তু বাইরের মানুষেরা যাই ভাবুক না কেন, যুধ্যমান দুই পক্ষই জয়ের আশা করে। কিয়েভ ও মস্কোদুই পক্ষের এক পক্ষ থেকেও এখন পর্যন্ত এই উপলব্ধির ঝলক

দেখা যায়নি যে তাদের জয়ের আশা শেষ পর্যন্ত বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি হটিয়ে দিতে পারলেও শান্তির বন্দোবস্ত হতে পারে। কিন্তু ইউক্রেন সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই। রাশিয়া ইউক্রেনের দোনেস্ক, খেরসন, জাপোরিঝিঝিয়া প্রদেশের ও লুহানস্কের প্রায় পুরো অংশের দখল বজায় রেখেছে। গত বছরের নভেম্বর মাসে ইউক্রেন খেরসন প্রদেশের একটি অংশ ও খারকিভ প্রদেশের পুরোটা পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল। কিন্তু এর পর থেকে বড় কোনো অগ্রগতি ইউক্রেনের সেনারা ঘটাতে পারেনি। এ সময়ে কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে মাঠের বাইরে বের করে দেওয়ার মতো বড় আক্রমণ শাণাতে পারেনি। কিংবা বড় কোনো ভূখণ্ড দখল করতে কিংবা অপর পক্ষের সামরিক সক্ষমতাকে পঙ্গু করে দিতে পারেনি।

এমনকি শোর তোলা ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ অভিযান থেকেও তেমন কিছু অর্জিত হয়নি। এই অভিযানের মাধ্যমে অচলাবস্থা ভেঙে বড় কিছু অর্জনের আশা করেছিল ইউক্রেন। ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত রাশিয়া ক্রিমিয়াসহ ইউক্রেনের যতটা ভূমি দখলে নিয়েছে, তার সবটা রাশিয়ার কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু কিয়েভ সেই সাফল্যের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি।

মৃত্যু ও ধ্বংসের কারণেও অনেক সময় রাজনৈতিক নেতারা মীমাংসার পথে যেতে বাধ্য হন। ইতিহাস বলছে, যুদ্ধের সময়ে জনগণ কঠোর দুর্ভোগ সহ্য করতে প্রস্তুত থাকেন। দুর্ভোগ কতটা হবে, সে বিষয়ে পাত্তা না দিয়েই তারা লড়ে যেতে থাকেন। গত আঠারো মাসে আমি তিনবার ইউক্রেন সফরে গেছি, কিন্তু কারও মুখেই আমি শুনিনি, তাঁরা বলছেন, দুর্ভোগটা এই মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে যে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করে ফেলা প্রয়োজন।

সব যুদ্ধেরই একদিন অবসান হয়। এ হিসাবে ইউক্রেন যুদ্ধেরও অবসান হবে। দক্ষ কোনো মধ্যস্থতাকারীর মধ্যস্থতায় যদি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, এমনকি অস্ত্রবিরতির মতো কিছু না হলে কিয়েভ ও মস্কো দুই পক্ষের রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ ও যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যেত। দুঃখজনক সত্য হলো, সে ধরনের কোনো বাস্তবতা থেকে আমরা অনেক দূরে আছি।

গত শীতকালে ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় একের পর এক হামলা চালিয়ে বিদ্যুৎ, জল ও গ্যাস সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল রাশিয়া। সবচেয়ে ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে ইউক্রেনীয় নৈতিক শক্তি ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই দুরবস্থার কারণে বরং রাশিয়ার প্রতি ইউক্রেনীয়দের বিদ্বেষ বহু গুণ বেড়ে গেছে এবং তারা দখলদারকে তাদের মাটি থেকে বের করে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইউক্রেনীয়রা বলেন, তাঁরা লড়াই জারি রেখেছেন এই কারণে যে যুদ্ধে হেরে গেলে তাঁদের দেশটাই হারিয়ে যাবে।

অনেক সমালোচকের দাবি হলো, রাশিয়াকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমারা ইউক্রেনীয় নিষ্ঠুরভাবে যুদ্ধে ব্যবহার করছেন। পশ্চিমারা চায় যে একজন ইউক্রেনীয় বেঁচে থাকা পর্যন্ত যুদ্ধটা যেন চালু থাকে। তাঁদের এই যুক্তির পেছনে যে উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, একটা সত্য হচ্ছে, ইউক্রেনীয়দের কেউ জোর করে যুদ্ধে নামাননি। তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করাও হয়নি। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছায় লড়াই করছেন এবং কোনো অবস্থাতেই নতি স্বীকার করতে রাজি নন।

একটি ধারণা হলো, ইউরোপের কয়েকটি দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে ভবিষ্যতে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

বিদ্যমান বাস্তবতায় পুরোপুরি যুদ্ধ বন্ধের সম্ভাবনা না থাকায় অনেকে অস্ত্রবিরতির কথা বলছেন। এই প্রস্তাবে ইউক্রেনীয়দের কাছে আবেদন তৈরি করতে পারেনি। তাঁরা মনে করেন, অস্ত্রবিরতির প্রস্তাবে রাজি হওয়া মানে লড়াইকে হিমঘরে পাঠানো এবং তাঁদের দেশের বড় অংশকে চিরতরে রাশিয়ার কাছে তুলে দেওয়া। কেননা, যুদ্ধবিরতির মান হলো, পুতিনকে বুকভরে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া, যাতে শক্তি সঞ্চয় করে তাঁর বাহিনী আবার পুরোদমে আক্রমণে নেমে পড়তে পারে।

সব যুদ্ধেরই একদিন অবসান হয়। এ হিসাবে ইউক্রেন যুদ্ধেরও অবসান হবে। দক্ষ কোনো মধ্যস্থতাকারীর মধ্যস্থতায় যদি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, এমনকি অস্ত্রবিরতির মতো কিছু না হলে কিয়েভ ও মস্কো দুই পক্ষের রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ ও যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যেত। দুঃখজনক সত্য হলো, সে ধরনের কোনো বাস্তবতা থেকে আমরা অনেক দূরে আছি। সেটা কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে।

সাময়িকী

কবি,ঋষি,যোগী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী অরবিন্দ ঘোষ

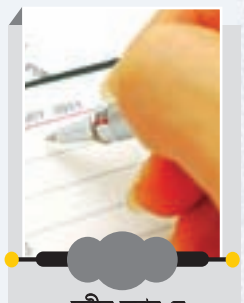

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

১৫ই আগস্ট আমাদের জাতীয় জীবনে এক মহত্ব পূর্ণ দিন।ভারতের স্বাধীনতা দিবস।১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট কে আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করে থাকি।১৫ ই আগস্ট ভারতের আর একজন বিভূতির জন্মদিন তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি আবার অনেকেই জানি না।১৫ ই আগস্ট ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন।তিনি একাধারে কবি,ঋষি,যোগী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ।তার জন্ম ১৮৭২ সালের ১৫ ই আগস্ট কলকাতায় হয়েছিলো অর্থাৎ এ বছর তিনি ১৫০ বছরে পা দিলেন।অরবিন্দ ঘোষের বাবার নাম ছিলো কৃষ্ণ ধন ঘোষ যিনি পেশায় ডাক্তার ছিলেন।তার মায়ের নাম ছিলো স্বর্ণলতা দেবী।তিনি মৃনালিনী দেবীর পানি গ্রহন করেছিলেন। বারিন্দ্র কুমার ঘোষ ও মনমোহন ঘোষ নামে দুই ভাই ছিলেন।তিনি প্রথম জীবনে সাহিত্য চর্চা করতেন।তিনি বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখালেখি করতেন।দিব্য জীবন,দ মাদর, লেটস অন যোগ,সাবিত্রী,যোগ সমন্বয়,ফিউচার পয়ট্রি আদি তার মুখ্য বই।তিনি ইংরেজিতে কর্মযোগী ও বাংলাতে ধর্ম পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন।তার জীবনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের খুব প্রভাব পড়েছিলো।তিনি জগৎ জননী মা সারদা দেবীর দর্শন লাভ করেছিলেন ও আশীর্বাদ পেয়েছিলেন।যোগের উপর খুব ঝুঁকি ছিলো তার।প্রচন্ড যোগ সাধনা করে দিব্য শক্তি লাভ করেছিলেন।স্বামীজীর স্বদেশ প্রেম তাকে খুব প্রভাবিত করে ছিল।তিনি ১৯০২ সালে আহমেদাবাদে বাল গঙ্গাধার তিলকের সাথে সাক্ষ্যাত করেন ও তার প্রভাবে স্বাধীনতা আঃেদালনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।পরবর্তীকালে লালা লাজপাত রায়,বিপিন চন্দ্র পাল ও ভগিনী নিবেদিতার সাথেও পরিচয় হয় ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন।একবার ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দ ঘোষ কে ইংরেজের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।১৯০৩ সাল থেকে তিনি সক্রিয় স্বাধীনতার জন্য আঃেদালন করেন।১৯০৮সালে তার জেল হয়।যোগ বলে তিনি জেল থেকে পালিয়ে যান।১৯১২ সাল থেকে তিনি রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেন।১৯২৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পন্ডিচেরিতে যোগ আশ্রম তৈরি করে যোগ সাধনায় লিপ্ত থাকেন।তিনি ১৯৫০ সালের ৫ ই ডিসেম্বর এ দেহ রাখেন।তিনি একজন যোগ গুরু,ঋষি,কবি,লেখক,সম্পাদক, দেশপ্রেমী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে সারা বিশ্বে পরিচিত হন।

পুরুষ কিসে আটকায়?

সারফুদ্দিন আহমেদ

কারেন্ট জালে জাটকা আটকায় সরকারি টেবিলে দরকারি ফাইল আটকায় আঠা ছাড়াই ফাটা বাঁশে অনেকের অনেক কিছু আটকায়। কিন্তু এই সব আটকাআটকির ফাঁকফোঁকর দিয়ে ফেসবুকের ফাটকা আসরের টাটকা আলাপ হলো নারী কিসে আটকায়?

আগে তর্ক হতো মুখে মুখে, আর এখন যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা হয় ফেসবুকে।

'মুখবইয়ে' দিন দশেক আগে কে যেন শোর তুলেছে নারী কিসে আটকায়? গাড়িতে? বাড়িতে? ভালোবাসার দড়িতে? টাকাপয়সাকড়িতে? আসলেই তো, নারী কিসে আটকায়? সে কি সিক্স প্যাক বডি দেখে পুরুষের বুকে হুকে আটকানো আটার বস্তার মতো আটকায়? নাকি অভাবী লোকেরও স্বভাবচরিত্র দেখে আটকায়?

নারী কিসে আটকায়?

এই নিয়ে মত চলছে। দ্বিমত চলছে। আলাপ চলছে। বিলাপ চলছে। প্রলাপ বকতে বকতে সংলাপের অপলাপ হচ্ছে। লেখক থেকে দলিললেখক কবি থেকে কবিরাজ কাঠমিস্ত্রি থেকে আর্টমিস্ত্রি নারীবাদী থেকে শাড়িবাদী হেডমাস্টার থেকে পোস্টমাস্টারসবাই যার যার বিশেষ জায়গা থেকে বিশেষজ্ঞ মত দিচ্ছেন, নারী কিসে আটকায়?

আফসোস! কেউ বলছে না, পুরুষ কিসে আটকায়? কারণ ধরেই নেওয়া হয়েছে, পুরুষ অটোম্যাটিক্যালি আটকানো 'বস্তু'। নারীতে তো সে এমনি এমনিই আটকায়। কিন্তু যে কথাটা সবাই জানে এবং মানে, কিন্তু বলে না সেটি হলো সম্পর্কের ফাটকে দীর্ঘমেয়াদে সে আটকা থাকে বটে কিন্তু সেই থাকায় তার সায় থাকে না (বি. দ্র. এই কথা শুনে 'আটকাবিলাসী' স্ট্রেন সম্প্রদায় ক্ষেপে যাবেন না। কথাটা আপনাদের বলিনি)।

বিশেষত বিয়ের পর উত্তম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষ, কাপুরুষ থেকে মহাপুরুষ, কালপুরুষ থেকে পরপুরুষনির্বিশেষে বহু পুরুষ রসগোল্লার রসে বসে আটকা পড়ে ডানা ঝাপটাঝাপটি করা মাছির মতো মুক্তি খোঁজে। মুক্তি পেতে দশ হাত লম্বা একটা অজুহাত খোঁজে। মানে আটকা থেকে মুক্তি পেতে কায়দামতো যুক্তি খোঁজে।

কেউ হয়তো যুক্তি ছাড়াই মুক্তি নিয়ে নতুন করে আটকা পড়ার মওকা খোঁজে। কারও হয়তো যুক্তি মেলে, মুক্তি মেলে না। ছাড়া পাওয়ার সাধ থাকলেও সাধ্য থাকে না। তাই বাধ্য হয়ে আটকা থাকতে হয়।

মনের মধ্যে ঘাপটি মারা বহুগামী ঈগলপাখি মনে মনে উড়তে থাকে। তার ডানাটা কেউ দেখে না। 'আমি জানি তুমি কোথায় যাও রোজ রাত্তিরে... মনের ভেতর ঘুমের ঘোরে' টাইপের মনোযাত্রা চলতে থাকে।

আমৃত্যু কারাদণ্ডের কয়েদির কাছে কয়েদখানাই 'সুখের ঠিকানা'। স্বামীগুলো সেই আসামি। আটকাজীবন অভ্যেসে ভেসে চলে। প্রথম প্রথম আটকা থাকাটা সে মেনে নেয়, মনে নেয় না। মনের মধ্যে ঘাপটি মারা ঈগলপাখি বহু ঘাটের পানি খেতে মনে মনে উড়তে থাকে। তার ডানাটা কেউ দেখে না। 'আমি জানি তুমি কোথায় যাও রোজ রাত্তিরে... মনের ভেতর ঘুমের ঘোরে' টাইপের মনোযাত্রা চলতে থাকে।

এক সময় ধীরে ধীরে ক্লান্তি তাঁকে ঘিরে ধরে। সে হয়ে যায় অবিডিয়েন্ট খাঁচায় পোরা নরমসরম ময়না পাখি।

সাদা চোখে দেখা যায়, পুরুষ আটকায়। আসলে আটকায় না। আসলে সে কাদায় থাকা বাইন মাছ। কাদায় মেশে কিন্তু আটকায় না। পুরুষ হলো মাসুদ রানা টানে কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না। বুঝলে সোহানা!

জানা অজানা

ভগবান কে না মানলে ভগবানের কিছু যায় আসে না

সুনীল কুমার দে

ভগবান কে যে মানে না তাতে ভগবানের কিছু যায় আসে না।ভগবান তো চান মানুষ তাকে ভুলে থাকুক তাতে তাঁর কষ্ট টা একটু কম হয়।বরং ভগবান কে মানলে ভগবানের কষ্ট বেশি হয়।কারণ ভগবান কে স্মরণ করলে ভগবান কেউ তার কথা মনে রাখতে হবে।ভগবানের পূজা অর্চনা ও নাম গান করলে ভগবান কেউ তার জন্য সুখ দুঃখের কথা ভাবতে হবে।কারণ তিনি যে ভক্তের ভগবান।তিনি যে ভক্ত কে রক্ষা করার জন্য ও ভক্তের সাথে লীলা বিলাস করার জন্য মানব শরীর ধারণ করে অবতার রূপে যুগে যুগে আসেন।ভক্তের বোঝা বন,ভক্তের জন্য কাঁদেন।আর যে তাঁকে ভুলে থাকে,তাঁকে মানে না,তাঁর চিন্তা করে না তাকে বেশি সুখ দেন যাতে তাঁকে চিরদিনের জন্য ভুলে থাকে।তাই নাস্তিকদের জন্য ভগবানের কোনো দুঃখ নেই,ভগবানের যত দুঃখ, যত কষ্ট শুধু ভক্তদের জন্য।তাই ভক্ত হতে পারাটা খুবই গর্বের ও সৌভাগ্যের ব্যাপার।

পাঠকের চিঠি

সময় চলিয়া যায়

ছোট বেলায় পড়ে ছিলাম,,,, সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়, যেজন না বুঝে তারে ধিক শতধিক,বলিছে সোনার ঘড়ি টিক টিক টিক। তখন সময়ের মহত্ব ঠিক ভাবে বুঝতে পারিনা।আজ ৬৬ বছরের দোড় গড়ায় দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছি সময় টা কত মূল্যবান।জীবনে কোনদিন ভাবি নি জীবন টা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে।মানুষের ভীড়ে আজ নিজেকে বড় একা মনে হয়।নির্জনে যখন একা বসে থাকি তখন পুরানো দিনের কত কথা মনে পড়ে।ভাবি এই তো সেদিন ছোট বেলায় কত হেসেছি,কেদেঁছি,কত খেলেছি,আনন্দ করেছি।কত খুশির জীবন ছিল।ছাত্র জীবন গেল, কর্ম জীবন এলো।যাত্রা, নাটক, হরিনাম সংকীর্তন, নানা বিধ সামাজিক কাজ, সমাজ সেবা, সভা,সমিতি,পরিষদ, আশ্রম এই নিয়ে কেটে গেল অনেক সময়।দেখতে দেখতে যৌবন পেরিয়ে বার্ধকে পা দিলাম।তারপর একদিন ৬০বছর ও পূর্ণ হলো।কর্ম জীবন থেকে অবসর ও নিলাম।হঠাৎ করে আবার হার্টের রোগ হলো।ওপারেশন হলো।জীবন অকেজো ও হয়ে গেল।ভেবে ছিলাম অবসর জীবন টা হাল্লা গুল্লা করে বেশ আনন্দে কাটাবে তাও আর হলো না।আমরা জীবনে ভাবি অনেক কিছু কিন্তু হয় অন্য কিছু।আমরা ভগবানের হাতের পুতুল।সব কিছু আমাদের হাতে নয়। দেখতে দেখতে চোখের সামনে ২০০-৩০০ জন প্রিয় মানুষ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন চলে গেল যাদের সাথে একদিন থেকেছি,তাদের নিয়ে আনন্দ করেছি,তাদের সাথে কাজ করেছি।আজ মাঝে মাঝে মনে হয়,,সবাই চলে গেল ভাই আমি রইলাম পড়ে।মাঝে মাঝে ,,হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে,,কিংবা সকলি ফুরিয়ে যায় মা,আমার সাধ না মিটিল,আশা না ফুরিল,,এই গান গুলো যখন শুনি মন টা তখন বিষাদে ভরে যায়।ভাবি তখন যেতেই যখন হবে তখন এত মান অভিমান, অহংকার, ঝগড়া, ঝাটি, দলাদলি, মন কষাকষি, খুন হত্যা, কেশ মামলা কেন।তবে কি এর নাম মায়া।আজ জীবনের শেষ গোড়ায় এসে বুঝলাম, সময় বলবান,সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না।সে নিজের চালে চলে।যেজন না বুঝে তারে ধিক শত ধিক।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

কোকরাঝাড় গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ ঘিরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহের সফরকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভুল তথ্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির

হিমন্ত দুই নম্বরী করেন বলে তৎকালীন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ তাকে সেখানে আমন্ত্রণ করেননি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মনিপুরের রক্তাক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মধ্যে এক নতুন বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়েছে। গত প্রায় তিন মাস যাবত মণিপুরে অব্যাহত থাকা মৈতেয়ী কুকি সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ নিয়ে বিরোধী পক্ষের হয়ে সাংসদ গৌরব গগৈ লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে নানা তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। একই সঙ্গে উত্তরপূর্বে কংগ্রেসের অবদান সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরনের তথ্য বর্ণনা করেছেন তিনি। তবে সাংসদ গৌরব গগৈর নানা বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন একমাত্র তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ভুল পরিকল্পনা নীতির জন্য বর্তমান মনিপুর সহ সারা উত্তরপূর্বে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র কংগ্রেসের জন্য উত্তর পূর্বে নানা সংঘর্ষ সৃষ্টি হচ্ছে। রক্তাক্ত হাত নিয়ে কংগ্রেস গত ৭৫ বছর ধরে উত্তরপূর্বে 'ওয়ার জোন' সৃষ্টি করে রেখেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তিনি। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মুখ্যমন্ত্রী কোকরাঝাড়ে সংঘটিত গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ দুবার হলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহ শুধুমাত্র একবার সফর করেছিলেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন সাংসদ গৌরভ গগৈ লোকসভায় কোকরাঝাড় সংঘর্ষের সময় তৎকালীন প্রাক্তন কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহের সফরে কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ কোকরাঝাড়ে ২০০৮ এবং ২০১২ সালে দুইবার গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ হয়েছিল। ২০০৮ সালে গোষ্ঠগত সংঘর্ষে ৬৪ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছিলেন তিন হাজারের অধিক ব্যক্তি গৃহহারা হয়ে পড়েন। ১১৫ জন ব্যক্তি জখম হওয়ার পাশাপাশি দরং এবং ওদালগুড়িতে সংগঠিত সেই গোষ্ঠীগত সংঘর্ষে মোট ১১ হাজার ৬৯০ জন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ২০০৮ সালের সেই গোষ্ঠীগত সংঘর্ষে কোকরাঝাড় সফরে আসেননি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহ। তিনি ২০১২ সালের গোষ্ঠীগত সংঘর্ষে কোকরাঝাড় সফরে এসে মাত্র এক ঘন্টা সময় সেখানে ছিলেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সেখানে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ থামানোর ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কোনো ভূমিকা ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি স্বয়ং মুসলমান এবং বড়ো নেতাদের দিল্লি নিয়ে গিয়ে আলোচনা করিয়ে এই সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিলেন।

এই বিষয় নিয়ে এবার তৎপর হয়ে উঠেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জন্য তৎকালীন কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহের কোকরাঝাড় সফর সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি ছবি তুলে ধরেছে দলটি। এরপর অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংবাদ বিভাগের চেয়ারম্যান মেহেদী আলম বরা বলেন ২৪ ঘন্টা নিজের আসন হারানোর ভয়ে মানসিক চাপে ভুগে থাকা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন ২০১২ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহ হিংসা জড়িত এলাকায় সফর করেননি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির হাতে এক্ষেত্রে প্রমাণ রয়েছে। তিনি জানান ২০১২ সালে কোকরাঝাড় সংগঠিত হিংসাত্মক পরিস্থিতির পর স্বর্ণার্থীদের সাহায্য শিবির পরিদর্শন করেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহ। তবে হিমন্ত দুই নম্বরী করেন বলে তৎকালীন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ তাকে সেখানে আমন্ত্রণ করেননি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংবাদ বিভাগের চেয়ারম্যান মেহেদী আলম বরা।

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই নজর দেওয়া দরকার, অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অভিযোগ অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কখনোই বলেননি যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহ ২০১২ সালে কোকরাঝাড়ে সংঘটিত গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের পর সেখানে সফর করেননি। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন কোকরাঝাড়ে ২০০৮ এবং ২০১২ সালে দুইবার গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ হয়েছিল। কিন্তু ২০০৮ সালের সেই গোষ্ঠীগত সংঘর্ষে কোকরাঝাড় সফরে আসেননি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহ। বরং তিনি ২০১২ সালের গোষ্ঠীগত সংঘর্ষে কোকরাঝাড় সফরে এসে মাত্র এক ঘন্টা সময় সেখানে ছিলেন বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ফলে এই পরিস্থিতিতে ২০১২ সালে কোকরাঝাড়ে সংঘটিত গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহের সেখানের সফর ঘিরে ছবি প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী বলার পিছনে কি যুক্তি রয়েছে সেটা বোধগম্য হওয়ার নাগালের বাইরে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

মহানগরে দশম শ্রেণীর ছাত্র নীতেশ কুমারকে হত্যা, অর্থের লেনদেন এবং ব্ল্যাকমেলিং এর জন্য অভিযুক্ত অভিষেক বড়ুয়ার জঘন্যতম কান্ড

গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী আমসিং ঘন জঙ্গলে মৃতদেহ উদ্ধার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গুয়াহাটি মহানগরে ফের এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকান্ড। তবে এবারের হত্যাকাণ্ডের বলি দশম শ্রেণীর ছাত্র নীতেশ কুমার। একটি অনলাইন গেম এর মাধ্যমে তিন বছর আগে পরিচয় হয়ে বর্তমান বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা জনৈক অভিষেক বড়ুয়া বয়সে ছোট হলেও নিজের বন্ধুকে তরোয়াল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছে। মূলত অর্থের লেনদেন এবং ব্ল্যাকমেইলের জেরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন গুয়াহাটি মহানগরের পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা। প্রসঙ্গত একদিন আগে গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী আমসাং ঘন জঙ্গলে একজন অজানা কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মহানগর জুড়ে ব্যাপক চঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছিল। এই মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মহানগর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল। পুলিশের তদন্তে অবশেষে ভুক্তভোগী ১২-১৩ বছরের কিশোরের পরিচয় উদ্ধার হয়। তদন্তে জানা যায় এই মৃতদেহ মহানগরের মহর্ষি বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণীর ছাত্র নীতেশ কুমারের। ভুক্তভোগীর পরিচয় উদ্ধার করার পরেই হত্যাকাণ্ডের সবিশেষ তথ্য খুঁজে বের করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তবে শুধুমাত্র হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কিংবা ভুক্তভোগীর পরিচয় উদ্ধার নয় বরং হত্যাকারীকে সনাক্ত করে ইতিমধ্যে অভিষেক বড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া হত্যাকাণ্ডে জড়িত তরোয়াল স্কুটি এবং অন্যান্য সামগ্রীও জব্দ করতে পেরেছে পুলিশ। মহানগরের পানবাজার স্থিত নিজের কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে পুলিশ কমিশনার আইপিএস দিগন্ত বরা জানান অভিযুক্ত অভিষেক বড়ুয়ার বয়স ২৩ বছর। অভিযুক্ত এবং মৃত দশম শ্রেণীর ছাত্র নীতেশ কুমার দুজন ব্যক্তি দুজনের সঙ্গে পরিচিত। ফ্রী ফায়ার অনলাইন গেম এর মাধ্যমে দুজনের পরিচয় হয়। এরপর দুজনের মধ্যে কথাবার্তা বৃদ্ধি পায়। একে অপরের তথ্য সংগ্রহ করে। অবশেষে ২০১৯ সালে মহানগরের বেলতলার এজি অফিসের বাসস্ট্যান্ডে তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। এরপর তাদের দেখাসাক্ষাৎ বেড়ে গেল। ২০২২ সালে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করা অভিযুক্ত অভিষেক বড়ুয়া নারাঙ্গী এলাকায় একটি রেস্টুরেন্ট শুরু করেন। এর জন্য তার অর্থের প্রযোজন পড়েছিল। ফলে অভিষেক বড়ুয়া অনলাইন গেমের মাধ্যমে পরিচয় হওয়া নীতেশ কুমার থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে নিয়েছিলেন। নীতেশ কুমার তার কোন বন্ধু থেকে এই ৩০ হাজার টাকা এনে সেটা ঋণ বাবদ তাকে দিয়েছিল। তবে ঋণের একটি শর্ত ছিল যে এক সপ্তার মধ্যে সেই অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে এবং ১০ হাজার সুদ সহ মোট ৪০ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই অনুসারে অভিষেক বড়ুয়া এক সপ্তাহ পর ৪০ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল বলে জানান তিনি। পুলিশ কমিশনার আইপিএস দিগন্ত বরা বলেন অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যেটুকু জানা গেছে নীতেশ কুমার তার বিভিন্ন বন্ধু থেকে টাকা ঋণ নেয় এবং সেটা বিনিযোগ করে। মূলত ক্রিপ্ট কারেন্সি কেনার জন্য নীতেশ কুমার অর্থ বিনিযোগ করে বলে উল্লেখ করেন তিনি। পুলিশ কমিশনার বলেন এইভাবে দুই বন্ধুর মধ্যে টাকার আদানপ্রদান অব্যাহত ছিল। সেই সময়ে কোনো ধরনের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়নি। অভিযুক্তের বাবা ওদালগুড়ির হাতিগড় চা বাগানের হেড মেকানিক। তিনি দুই প্রায় দুই বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার সময় পিএফ ইত্যাদির বাবদ কিছু টাকা পেয়েছিলেন। সেখান থেকে ৪ লক্ষ টাকা বাবা নিজের সন্তান অভিষেক বড়ুয়াকে হাতে দিয়ে কোনো একটি ব্যবসা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা নিজের ব্যাংকের চেকগুলো সই করে রেখেছিলেন। সেই সুযোগ নিয়ে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে পুত্র অভিষেক বড়ুয়া বাবার একাউন্ট থেকে ১৬ লক্ষ টাকা নিজের একাউন্টে তুলে নিয়ে যায়। সেই টাকা সুদে দেওয়া শুরু করলো অভিযুক্ত। এদিকে নিতেশ কুমারের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কথাবার্তায় এই টাকার কথা উল্লেখ করেন অভিষেক বড়ুয়া। এরপর ভুক্তভোগী নিতেশ কুমার অভিযুক্তর কাছ থেকে কখনো ৫০০০ টাকা আবার কখনো ১০ হাজার টাকা নেওয়া শুরু করে বিনিযোগ করার নাম করে বলে জানান পুলিশ কমিশনার। আইপিএস দিগন্ত বরা বলেন টাকা নিতে থাকলেও সেটা কিন্তু ঘুরিয়ে দেয়নি নিতেশ কুমার। এভাবে করে প্রায় ৯০০০০ টাকা বাকি পড়েছিল। এরমধ্যে পরশু ভুক্তভোগী নিতেশ কুমার স্বয়ং অভিযুক্ত অভিষেক বড়ুয়াকে ফোন করে বলেছিল যে সে বিদ্যালয় যাবে না। দুজন মিলে আমসিং বনাঞ্চলে জলপ্রপাত দেখতে যাবে। সেখানে সারাদিন কাটিয়ে আসার সময় তাকে কিছুটা টাকা দিয়ে আসবে। সেই অনুসারে গতকাল অভিযুক্ত অভিষেক বড়ুয়া নিজের স্কুটি নিয়ে ভুক্তভোগীকে সঙ্গে নিয়ে দুজন একসাথে প্রথমে নিজের রেস্টুরেন্টে যায় এবং সেখানে স্টাফ রুমে ভুক্তভোগী নিতেশ কুমার বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম পাল্টে দুজন একসাথে আমসিং বনাঞ্চলের উদ্দেশে রওনা হয়। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে যাওয়ার সময় নিতেশ কুমারের হাতেই তরোয়ালটা ধরিয়ে স্কুটি চালিয়ে আমসিং বনাঞ্চলে গিয়েছিল অভিষেক বড়ুয়া। তরোয়ালের মাধ্যমে জঙ্গল কেটে রাস্তা বানিয়ে সেখানে পৌঁছাতে হবে বলে এই যুক্তি দিয়েছিল অভিযুক্ত অভিষেক বড়ুয়া। অবশেষে সেখানে গিয়ে দুজনের মধ্যে টাকা লেনদেন নিয়ে বাক বিতান্ডার সৃষ্টি হয় এবং অভিষেক বড়ুয়া নিতেশ কুমারকে তরোয়াল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে। দুজনের মধ্যে হাতাহাতির সময় নিজের ট্রাউজার ছিড়ে যাওয়ার ফলে এরপর সেখানে নিতেশের পড়া প্যান্ট খুলে সে নিজে সেটা পরে বাড়ি চলে আসে অভিষেক বড়ুয়া। এরপর পুলিশ থেকে নিজেকে বাঁচাতে নিতেশ কুমারের বাবাকে অন্য নাম্বার থেকে ফোন করে ৭ লক্ষ টাকা দাবি করে অভিষেক বড়ুয়া। অবশেষে পুলিশের তদন্তে আসল সত্য প্রকাশ পায় এবং পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেন পুলিশ কমিশনার আইপিএস দিগন্ত বরা।

বিপিএল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির মাসুল রেহাই দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে নির্দেশ শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর

বর্তমান সময় পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক লক্ষ ১৬ হাজার বিপি-এল ছাত্রছাত্রীর ভর্তির মাসুল রেহাই দেওয়া হয়েছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আর্থিকভাবে দুর্বল বিশেষ করে বিপিএলের অধীনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুখবর। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিপিএল ছাত্রছাত্রীদের নাম ভর্তির মাশুল রেহাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। এক্ষেত্রে এক নির্দেশ জারি করে বিপিএল ছাত্রছাত্রীদের থেকে ভর্তির মাসুল না নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে আদেশ দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশ অনুসারে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্লাগশিপ প্রোগ্রামের অধীনে প্রজ্ঞান ভারতীর নামে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির মাসুল রেহাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ১৬ হাজার বিপিএল ছাত্রছাত্রীর ভর্তির মাসুল রেহাই দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য অসমের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে নানা পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তাছাড়া রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে অসম সরকার। বিশেষ করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ আঁধারে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগের খসড়া প্রস্তুত হয়ে উঠেছে বলে জানা গেছে। এই খসড়া অনুযায়ী রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন নিয়ম প্রস্তুত করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নতুন ধরনের পদক্ষেপের পরিকল্পনা রয়েছে এই খসড়ায়। তবে এই ধরনের তৎপরতার মধ্যেও রাজ্যের বিপিএল ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিজেদের পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে সরকার। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিপিএল ছাত্রছাত্রীদের নাম ভর্তির মাশুল রেহাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত এই বছরও একইভাবে বলবৎ রাখা হয়েছে। এই বিষয়ে সবিস্তার জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। বৃহস্পতিবার এক টুইটের মাধ্যমে তিনি জানান বিপিএল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যের নাম ভর্তির ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত সামর্থ্য অ্যাপ পোর্টালে এই ব্যবস্থার সংযোজন করা হয়েছে। তবে বিপিএল ছাত্রছাত্রীদের নাম ভর্তির মাসুল রেহাই দিলেও সেই অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় গুলো পরবর্তী সময় সরকার থেকে আদায় করে নিতে পারবে। এই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন এই যাবৎ উচ্চশিক্ষায় ১ লক্ষ ১৬ হাজার বিপিএল ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যে নাম ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। এই সংখ্যা বর্তমান ৭৬.৪ শতাংশ স্পর্শ করেছে। তবে এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা শিক্ষা অনুষ্ঠানগুলো থেকে তথ্য আসা বাকি রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন এবারের মতো গতবছর অর্থাৎ ২০২২-২৩ সালে একইভাবে বিপিএল ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভর্তি মাশুল রেহাই দেওয়া হয়েছিল। এর পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় গুলো সরকার থেকে সেই টাকার দাবি জানানোর পর ইতিমধ্যে তাদের বকেয়া অর্থ প্রদান করা হয়েছে। তিনি জানান গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়কে এক্ষেত্রে ৭১২২৮০ টাকা দেওয়া হয়েছে। যেটা তাদের বকেয়ার একশ শতাংশ। একইভাবে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৯৭৪৮৫৪ টাকা (১০০ শতাংশ), বোড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় কোকরাঝাড়কে ১০০৬৩৮৫০ টাকা (১০০ শতাংশ), কটন বিশ্ববিদ্যালয় গুয়াহাটিকে ১৬৪৫০০৫ টাকা (৭৪ শতাংশ), কুমার ভাস্কর বর্মা সংস্কৃতি এবং এনসিয়েঃট স্টাডিজ বিশ্ববিদ্যালয় নলবাড়িকে ৩৭৫২৭৯ টাকা (১০০ শতাংশ), ওমেন্স ইউনিভার্সিটি যোরহাটকে ২৩৭৭৪৪৯ টাকা (১০০ শতাংশ), মাজুলী ইউনিভার্সিটি অফ কালচারকে ৯৯৩৬০০ টাকা (১০০ শতাংশ), মাধবদেব বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষিমপুরকে ২৪২৭৭৪২ টাকা (৭৪ শতাংশ), ভট্টদেব বিশ্ববিদ্যালয় বজালীকে ২৩১৭৩৮৫ টাকা (৭৪ শতাংশ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয় হোজাইকে ২৯৬৪২৫০ টাকা (৭৪ শতাংশ) ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় গুলো বিপিএল ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে নাম ভর্তি করার সুযোগ দেবে না এটা হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু।

সাইবার নিরাপত্তা আইন 'নতুন বোতলে পুরানো মদ' নয়আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ সরকারের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সাইবার নিরাপত্তা আইনকে নতুন বোতলে পুরানো মদ বলা হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। যারা এটি বলছেন, সমালোচনার জন্যই বলছেন।

আনিসুল হক বলেন, কিছু কিছু মানুষ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার নিরাপত্তা আইনকে নতুন বোতলে পুরানো মদ বলছে, এটা ঠিক নয়। যেমন আগে ২৯ ধারায় মানহানিতে জেল ছিল, এটা এখন নেই। ২১ ধারায় জেল ছিল ১০ বছর, এখন এটা কমে ৭ বছর হয়েছে। তাহলে এটা কি নতুন নয়?

বৃহস্পতিবার (১০ অগাস্ট) রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ রহিতকরণ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ বিষয়ক এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

আনিসুল হক বলেন, প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইনে এক পয়সা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে জরিমানা সবসময় ২৫ লাখ টাকা হবে। অপরাধের ধরনের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞ আদালত জরিমানা করবেন, আইনে এটা বলা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা আইনে সব ধারায় জামিনযোগ্য করেছি। তবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অধিকাংশ ছিল জামিন অযোগ্য।

আনিসুল হক বলেন, নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যেসব অপপ্রযোগ হয়েছে সেগুলো থাকবে না। ফলে সাইবার নিরাপত্তা আইনে সংবাদ মাধ্যমের আর কেউ হয়রানির শিকার হবেন না।

সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, সাইবার নিরাপত্তা আইনে হ্যাকিং, অর্থ ও ডেটা চুরি, প্রপাগান্ডা, সাইবার বুলিংয়ের মতো ঘটনাকে ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ডেটা সুরক্ষা আইনে ডেটা ব্রিজ হলে ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা দিতে হলে ডেটা নিরাপত্তা আইনের প্রযোজনীয়তা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিদেশি বিনিযোগকারীরা কোনো দেশে বিনিযোগের আগে জানতে চায় ডেটা নিরাপত্তা আইন আছে কিনা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন দেশ বহু আগেই আলাদা ডেটা সুরক্ষা আইন করেছে।

জুনাইদ আহমেদ বলেন, মতামত চাওয়ার পর অনেকেই মতামত দিচ্ছেন, তা আমলে নিয়েই পর্যালোচনা করছি। যে কেউ এই আইনের বিষয়ে মতামত দিতে পারবেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন আইনসচিব গোলাম সারওয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের সচিব মইনুল কবির, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শামসুল আরেফিন।

রেকর্ড দামেও কি কাইসেদোকে পাচ্ছে না লিভারপুল

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ দলবদলের শুরু থেকেই চেলসির চোখ ছিল ব্রাইটন তারকা মইজেস কাইসেদোর ওপর। বেশ কয়েকবার তাঁকে পেতে প্রস্তাবও দেয় চেলসি। চেলসির সর্বশেষ প্রস্তাবটি ছিল ১০ কোটি পাউন্ডের। যদিও চেলসির সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় ব্রাইটন এরপরও একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল, দুই পক্ষের চুক্তি শুধুই সময়ের ব্যাপার। দাম আরেকটু বাড়িয়ে চেলসি হয়তো তাঁকে নিয়েই নেবে। কিন্তু পাশার দান উল্টে দিয়ে খেলোয়াড় ছিনতাইয়ের জন্য বিখ্যাত চেলসিকে বড় ধাক্কা দিয়ে সেই কাইসেদোকে দলে ভেড়ানোর পথে এগিয়ে যায় লিভারপুল। একাধিক ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যমের খবর ব্রিটিশ রেকর্ড ভেঙে ১১ কোটি ১০ লাখ পাউন্ডে কাইসেদোকে দলে ভেড়ানোর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছে লিভারপুল ও ব্রাইটন। যেকোনো মুহূর্তে কাইসেদোকে দলে টানা নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে পারে 'অল রেড'রা। যদি শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি আলোর মুখ দেখে, তাহলে দামের দিক থেকে এনজো ফার্নান্দেজকে (১০ কোটি ৭০ লাখ) পেছনে সবার ওপরে উঠে আসবেন কাইসেদো। কিন্তু সব যখন ঠিকঠাক তখন বেঁকে বসেছেন কাইসেদো নিজে। ইউরোপীয় ফুটবলের দলবদলের বাজার বরাবরই নাটকীয়তায় ভরপুর থাকে। চূড়ান্ত ঘোষণা আসার আগপর্যন্ত বাতাসের গতি বদলাতে পারে যেকোনো দিকে। কাইসেদোর দলবদল নিয়ে নাটকীয়তাও আরেকবার সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তবে দুই ক্লাব ঐকমত্যে পৌঁছালেও এখনো কাইসেদোর সঙ্গে লিভারপুলের ব্যক্তিগত শর্তে দরকষাকষি চলছে বলে জানা গেছে। স্কাই স্পোর্টস বলছে, লিভারপুলে যাওয়া নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবছেন কাইসেদো। তিনি এবং তাঁর প্রতিনিধিও এখন লন্ডনে। চেলসি নতুন কোনো প্রস্তাব নিয়ে লড়াইয়ে ফিরে আসে কি না, সেই অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। দলবদল বিশেষজ্ঞ ফাবরিজিও রোমানো জানিয়েছেন, কাইসেদো লিভারপুলকে না করে দিয়েছেন। চেলসিকে কথা দিয়েছেন তিনি, সেটাই রাখতে চান।এর আগে বিবিসিসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, দ্রুত ব্যক্তিগত শর্তে ঐকমত্যে পৌঁছাবে লিভারপুল ও কাইসেদো। আর আজকের মধ্যে সম্পন্ন হবে স্বাস্থ্য পরীক্ষাও।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইকুয়েডরিয়ান ক্লাব ইন্দেপেনদিয়েন্তে দেল ভালে থেকে মাত্র ৪০ লাখ পাউন্ডে ব্রাইটনে আসেন কাইসেদো। ক্লাবটিতে তাঁর অভিষেক হয়েছে গত বছরের এপ্রিলে। জানুয়ারির দলবদলে তাঁর জন্য একাধিক প্রস্তাব দিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল আর্সেনাল। এর মধ্যে গত মার্চে কাইসেদোর সঙ্গে ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তি বাড়ায় ব্রাইটন।

আর এখন এসে তাঁর নতুন ক্লাবে যাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন নাটক, যেখানে ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড থেকে দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ কোটি পাউন্ড।

গতকাল পর্যন্ত অবশ্য লিভারপুলের চোখ ছিল সাউদাম্পটন মিডফিল্ডার রোমিও লাভিয়ার ওপর। তাঁকে কিনতেও মুখোমুখি অবস্থানে ছিল লিভারপুল ও চেলসি। এর মধ্যে লাভিয়ার জন্য তিনবার প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে লিভারপুল। কিন্তু এখন এসে লাভিয়ার জন্য চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কাইসেদোকেই দলে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে তারা।

এদিকে মৌসুম শুরুর আগমুহূর্তে কাইসেদোকে দলে টেনে নিতে পারলে সেটা শিরোপাপ্রত্যাশী দলগুলোর জন্য লিভারপুলের বড় বার্তাই হবে। গত মৌসুমের পুরোটা জুড়ে কার্যকর মিডফিল্ডারের অভাবে ভুগেছে অ্যানফিল্ডের দলটি। দলে মিডফিল্ডার ঘাটতি নিয়ে হতাশা ছিল সমর্থকদের মধ্যেও। এদিকে মৌসুম শেষে লিভারপুল ছেড়ে গেছেন অধিনায়ক জর্ডান হেন্ডারসন এবং ফাবিনিওর মতো মিডফিল্ডাররা। বিপরীতে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার এবং হাঙ্গেরিয়ান তরুণ ডমিনিক সোবোসলাইকে দলে ভিড়িয়েছে লিভারপুল। যাঁদের সঙ্গে এবার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড পজিশনে আসতে যাচ্ছেন কাইসেদোও, যা লিভারপুলের মাঝমাঠে দারুণভাবে শক্তি বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি পুনর্গঠিত এই মাঝমাঠ সমর্থকদের মধ্যেও ফিরিয়ে দেবে দারুণ আত্মবিশ্বাস। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাইসেদো বেঁকে বসায় জটিল হয়েছে লিভারপুলে দলবদল সমীকরণ।

জাপানকে বিদায় করে সেমিফাইনালে সুইডেন

সুইডেন ঃ সুইডেন এখন চ্যাম্পিয়নকিলার!

সুইডেনের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছে চারবারের চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্র। এবার সুইডিশদের শিকার আরেক সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জাপান। আজ ফিফা নারী বিশ্বকাপের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ২০১১ আসরের চ্যাম্পিয়নদের ২-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে সুইডেন। নয়বার বিশ্বকাপ খেলে এ নিয়ে পঞ্চমবার শেষ চারে উঠেছে ইউরোপের দেশটি। এবারের আসরে টিকে থাকা দলগুলোর মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়েও সবচেয়ে এগিয়ে সুইডেন (৩)। আর জাপানের বিদায়ের মধ্যে দিয়ে এবারে আসরে আর কোনো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দল বিশ্বকাপে টিকে থাকল না। অর্থাৎ এবার নারী বিশ্বকাপে নতুন কোনো দল শিরোপা হাতে নিতে যাচ্ছে।

১৫ আগস্ট ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে স্পেনের মুখোমুখি হবে সুইডেন। আজ দিনের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শেষ চারে ওঠে স্পেন।

এবারের আগে সুইডেন-জাপান বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয়েছিল ২০১১ সালে। সেবার সেমিফাইনালে সুইডেনকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল জাপান। এশিয়ার দেশটি এবারের আসরেও শুরুটা করে দারুণভাবে। শেষ ষোলো পর্যন্ত প্রতিপক্ষের জালে ১৪ গোল দিয়ে আজ মুখোমুখি হয় সুইডেনের। তবে অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে প্রথমার্ধে ভালো খেলতে পারেনি জাপান। প্রথম ৪৫ মিনিটে গোলমুখে শট নিতে পারেনি একটিও। আর এ অর্ধেই ৩২তম মিনিটে গোল করে সুইডেনকে এগিয়ে দেন অ্যামান্ডা ইলেস্টেড।

প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া ফ্রি কিক জাপানের ডি বক্সে ঢোকার পর এক এক করে তিনবার শট নেন সুইডেনের খেলোয়াড়েরা। তিনটিই জাপানি রক্ষণে বাধা পায়। তবে চতুর্থ দফায় আর মিস করেননি ইলেস্টেড। কাছ থেকে নেওয়া শটে এবারের বিশ্বকাপে নিজের চতুর্থ গোলটি করেন আর্সেনালে খেলা এই ডিফেন্ডার।

এগিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধে নামার পর ৫১ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটিও পেয়ে যায় সুইডেন। ভিএআরের মাধ্যমে পেনাল্টি পাওয়ার পর সুইডেনকে সফল স্পট কিকে ২-০ করে দেন ফিলিপা অ্যাঞ্জেলডাল।

৭৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোলের সুযোগ পায় জাপানও। তবে দুর্ভাগ্যবশত সেটি গোল হয়নি। রিকো উয়েকির নেওয়া জোরালো শট ক্রসবারের নিচের অংশে লেগে গোল লাইনের বাইরে গিয়ে পড়ে। ৮৬ মিনিটে জাপান গোলবঞ্চিত হয় আরও একবার। এবার অবা ফুজিনোর শট ক্রসবারে লেগে ফিরলে সুইডেনের খেলোয়াড়েরা নিজেদের ডি বক্স বিপদমুক্ত করেন। তবে ফিরতি বল আর ঠেকাতে পারেননি কেউ। দশ গজ দূর থেকে নেওয়া হানোকা হায়াশির নিচু শট জায়গা করে নেয় জালে।

নির্ধারিত সময় শেষের তিন মিনিট আগে গোল ব্যবধান কমালেও পরের দিকে আর সমতার গোলটি দিতে পারেনি জাপান। গতবার শেষ ষোলোয় খেলা দলটিকে এবার বিদায় নিতে হয় শেষ আট থেকে। আর গতবার সেমিফাইনাল খেলা সুইডেন আরও একবার উঠে যায় ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে।

কাতার বিশ্বকাপের সেসিই তো মায়ামির সেসি

প্যারিস ঃ যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) কেমন দেখছেন লিওনেল মেসিকে? ছত্রিশের মেসিকে দেখে কি মনে হচ্ছে তাঁর শরীরে নতুন করে তারুণ্য ভর করেছে? গোল করছেন, করাচ্ছেন, দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মাঠ, কখনো কখনো মেজাজও হারাচ্ছেন, চড়াও হচ্ছেন প্রতিপক্ষের ওপর, আবার হাসছেনও। যে হাসির অনুবাদে উঠে আসে ফুরফুরে এক মন। নির্ভার, কিন্তু নেতৃত্বগুণে ভরপুর-এমন মেসিকে শেষ দেখেছেন কবে মনে করতে পারেন? খুব বেশি পেছনে যেতে হবে না। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপেই।

গত ডিসেম্বরে কাতারে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের 'নিউক্লিয়াস' ছিলেন মেসি। বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তো আর এমনি এমনি জেতেননি। চোখধাঁধানো পারফরম্যান্সের পাশাপাশি মাঠে মেসির আচরণেও নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ছিল।

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটা মনে করতে পারেন। গোল করার পাশাপাশি মাঠে যেকোনো উত্তেজনাকর মুহূর্তে আর্জেন্টিনা দলের হয়ে প্রায় একাই সবকিছুর মুখোমুখি হয়েছিলেন মেসি। এ ছাড়া সৌদি আরবের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই হারের পর আর্জেন্টিনা দলের ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনেও তাঁর নেতৃত্বগুণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর মাঠের বাইরে তো আর্জেন্টিনা দলের চালিকা শক্তিই ছিলেন মেসি। তাঁর সতীর্থরাই এসব কথা বলেছেন। আর এখন বলছেন মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামির কোচ জেরার্দো মার্তিনো। আর্জেন্টাইন এই কোচের মতে, কাতার বিশ্বকাপে নেতৃত্বগুণে ভরপুর যে মেসিকে দেখা গিয়েছিল, ইন্টার মায়ামিতেও সেই মেসিকে দেখা যাচ্ছে।

লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকালে শার্লট এফসির মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। গতকাল তার সংবাদ সম্মেলনে মেসিকে নিয়ে কথা বলেন মার্তিনো। মায়ামির হয়ে এ পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ৭ গোল করেছেন আর্জেন্টাইন তারকা। তাঁকে মায়ামিতে যেভাবে দেখছেন মার্তিনো, সেটা জানাতে গিয়ে সাবেক বার্সা কোচ বলেন, 'আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপে আমরা তাকে যেভাবে দেখেছি, সে এখানে তার চেয়ে কোনো অংশে কম বা বেশি করছে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মাঠের ভেতরে কিংবা বাইরে লিওর নেতৃত্বগুণ অনেকেরই চোখে পড়েছে। বিশ্বকাপে সে যা করেছে, তাতেই বোঝা যায় কোন ধরনের নেতৃত্বগুণ আছে তার মধ্যে।'

মায়ামির হয়ে মেসির গোলে দুটি ফ্রি কিকও আছে। এতে ঘুরেছে ম্যাচের মোড়ও। মার্তিনো তা ডাগআউট থেকে দেখেছেন এবং মেসিকে তিনি আগে থেকেই জানেন। আর্জেন্টিনা ও বার্সেলোনার কোচ থাকতে মেসিকে দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে।

নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় মেসি কীভাবে পাল্টে গেছেন, সেটাও বোঝালেন মার্তিনো, 'ক্যারিয়ারের শুরুর বছরগুলোয় তাকে শুধু ফুটবল নিয়েই মেতে থাকতে দেখা গেছে। বর্তমান পরিস্থিতি তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখন শুধু মাঠে নয়, অনুশীলনেও তার একটা প্রভাব থাকে। তরুণদের সঙ্গে কথা বলে, নিজের পরিকল্পনার কথা জানায়।' মার্তিনো এরপর আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলেন, 'এখানে এসে সে বলেছিল, আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এসেছি, জিততে চাই। ডালাসের বিপক্ষে চতুর্থ গোলটিই তার প্রমাণ। সে উদ্‌যাপন করেছে ঠিকই, কিন্তু এটাও বলেছে, চলো বলটা নিয়ে দ্রুত খেলা শুরু করি, তাহলে পঞ্চম গোলটাও হয়তো পাওয়া যেতে পারে। তার মানসিকতাটা এতেই বোঝা যায় এবং সেটা অন্যদের ওপরও প্রভাব ফেলেছে।'

মেসির মানের প্রতিভাকে স্বাভাবিক বলে মনে করেন না মার্তিনো, 'সব দলেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। হ্যাঁ, ভালো তো খেলতেই হয়। তবে এমন অনেক মুহূর্ত আছে, যখন আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খেলোয়াড় প্রয়োজন হয়। আমরা তা দেখিয়েছি। কারণ, আমাদের আছে লিও। আর বক্সের আশপাশে ফ্রি কিক পেলে সেখান থেকে গোলের ৯০ শতাংশ সম্ভাবনা-এটা আমাদের জন্য মোটেও স্বাভাবিক কিছু নয়।' ডালাসের বিপক্ষে চতুর্থ গোলটি ফ্রি কিক থেকে করেছিলেন মেসি। সেই গোলে সমতা আসায় ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়। টাইব্রেকার জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেন মেসিরা।

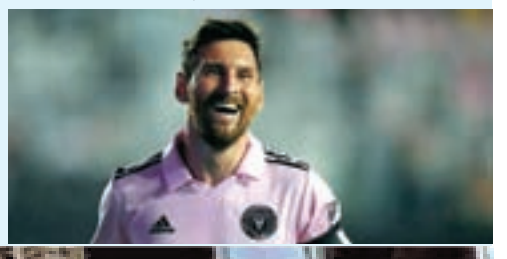

বেলারুস পোল্যান্ড সীমান্তে উত্তেজনা ক্রমশই কেন বাড়ছে?

বেলারুস (ওয়েবডেস্ক) ঃ বেলারুসের দুটো সামরিক হেলিকপ্টার সীমান্ত অতিক্রম করে পোল্যান্ডের ভেতরে প্রবেশ করার অভিযোগ ওঠার পর পোলিশ সরকার তাদের সীমান্তে দশ হাজার অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করছে। পোল্যান্ডের সরকার বলছে রাশিয়ার ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের যোদ্ধারা, যারা বেলারুসে অবস্থান করছে, তারা সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

রাশিয়ায় ওয়াগনার গ্রুপের বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর ছয় সপ্তাহ আগে বেলারুসের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর মধ্যস্থতায় এই বাহিনীর যোদ্ধাদের বেলারুসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তখন থেকেই মি. লুকাশেঙ্কো সতর্ক করে দিয়ে আসছেন যে ওয়াগনার বাহিনী পোল্যান্ডে আক্রমণ করতে চায়।

পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলছেন, আগ্রাসীদের তাড়িয়ে দিতেই তার দেশ বেলারুস সীমান্তে অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করছে।

পোল্যান্ড বেলারুস সীমান্তে সবশেষ কী ঘটেছে?

পোলিশ সরকার বলছে, বেলারুসের সামরিক বাহিনীর দুটো হেলিকপ্টার ১লা অগাস্ট খুব নিচ দিয়ে উড়ে পোল্যান্ডের ভেতরে প্রবেশ করেছে। তারা বলছে, হেলিকপ্টার দুটো তাদের সীমান্তের দুই কিলোমিটার ভেতরে বিয়াওভিয়েজা অঞ্চলে চলে আসে।

সেসময় বেলারুসের সশস্ত্র বাহিনী সীমান্ত এলাকায় মহড়া পরিচালনা করছিল। অভিযোগ অস্বীকার করে বেলারুসের সরকার বলছে যে তাদের এম৮ এবং এম২৪ এই দুটো হেলিকপ্টার পোল্যান্ডের ভেতরে যায়নি। তারা বলছে, কোনো ধরনের সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেনি। পোল্যান্ডের আনীত অভিযোগকে তারা মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছে। পোল্যান্ডের কোথায় হেলিকপ্টারের কথিত অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার নিচের মানচিত্রে দেখানো হলো ঃ

পোল্যান্ডের বিয়াওভিয়েজা এলাকার বাসিন্দারা সোশাল মিডিয়াতে এম৮ এবং এম২৪ এই দুটো হেলিকপ্টারের ছবি প্রকাশ করেছে। এসব হেলিকপ্টারের গায়ে বেলারুসের চিহ্ন রয়েছে।

বাসিন্দারা বলছেন, এই দুটো হেলিকপ্টারকে তারা তাদের শহরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছে। বিবিসি ভেরিফাই বিভাগ এই দুটো হেলিকপ্টারের সিরিয়াল নম্বর পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছে যে এগুলোর একটিকে ২০১৮ সালে বেলারুসের মাচুলিশচি এয়ারফিল্ডের কাছে দেখা গিয়েছিল। বেলারুস থেকে হাজার হাজার অবৈধ অভিবাসী যখন সীমান্ত পার হয়ে পোল্যান্ডে প্রবেশ করছে তার মধ্যেই বেলারুসের সামরিক হেলিকপ্টার ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটলো। পোল্যান্ডের অভিযোগ যে ২০২১ সালের পর থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা থেকে বেলারুসে আগত অভিবাসীদেরকে কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে পোল্যান্ডের ভেতরে ঠেলে দিচ্ছে।

বেলারুসের নেতা প্রেসিডেন্ট লুকাশেঙ্কোর বিরুদ্ধেও এই অভিবাসীদের উৎসাহিত করার অভিযোগ ওঠেছে।

তবে দু'বছর আগের তুলনায় বর্তমানে এই অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা কমে গেছে। তার পরেও পোল্যান্ডের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বলছে শুধুমাত্র এবছরেই ১৯,০০০ অভিবাসী সীমান্ত পার হয়ে তাদের দেশে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছে। গত বছর তাদের সংখ্যা ছিল ১৬,০০০। পোল্যান্ডের সরকার বেলারুসের এই কৌশলকে হাইব্রিড যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছে।

রাশিয়ার ওয়াগনার বাহিনীর সৈন্যরা কি পোল্যান্ডে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে?

গত জুন মাসে রুশ সামরিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ওয়াগনার বাহিনীর বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর এই গ্রুপের বেশ কিছু সদস্য প্রতিবেশী বেলারুসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বেলারুসের নেতা আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো একবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলাপের সময় কৌতুক করে বলেছিলেন ঃ তারা তো পশ্চিমের দিকে যাওয়ার কথা বলছে...তারা ওয়ারস ভ্রমণে যেতে চায়... তবে আমরা যেমনটা সম্মত হয়েছি, সে অনুসারে তাদেরকে আমি বেলারুসের কেন্দ্রেই রেখে দিচ্ছি।

পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাটেউশ মরভিয়েসকি বলছেন, ওয়াগনারের ১০০ জন সৈন্যের একটি দল বেলারুসের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রদ্নো শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই শহরটি পোলিশ সীমান্তের কাছে। সেখানাকার বর্তমান পরিস্থিতিকে তিনি বিপদজনক বলে উল্লেখ করেছেন। পোলিশ প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন অভিবাসীর রূপ ধরে ওয়াগনারের এই যোদ্ধারা পোল্যান্ডের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে। এছাড়াও তারা বেলারুসের সীমান্ত রক্ষীর বেশ ধরে আরো বহু অবৈধ অভিবাসীকে পোল্যান্ডের ভেতরে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু বেলারুসের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে ওয়াগনার বাহিনীর সৈন্যরা দেশটির দক্ষিণে ব্রেস্টসকি ক্যাম্পে অবস্থান করছে। এই এলাকাটি পোলিশ সীমান্ত থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে।

বেলারুসের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আরো দাবি করা হয় যে ওয়াগনারের যোদ্ধারা সেখানে তাদের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী হওয়ার কারণে এই গ্রুপের যোদ্ধারা সীমান্ত এলাকায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে, যার জন্য রাশিয়া ও বেলারুসকে সরাসরি দায়ী করা যাবে না, বলেন ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন শিক্ষক ড. বারবারা ইয়োক্সন।

এই সীমান্ত এলাকা এতো স্পর্শকাতর কেন?

পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার সীমান্ত রেখাকে বলা হয় সুভালকি গ্যাপ। ষাট মাইল দীর্ঘ এই স্থল সীমান্ত বেলারুসের সঙ্গে রাশিয়ার অত্যন্ত সুরক্ষিত কালিনিনগ্রাদকে যুক্ত করেছে।

অনেক সামরিক বিশ্লেষক এই সুভালকি গ্যাপকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এলাকা বলে মনে করেন। তাদের ধারণা রাশিয়ার সঙ্গে নেটোর সদস্য দেশগুলোর সংঘর্ষ বেঁধে গেলে এই সীমান্ত এলাকায় তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।

তাদের আশঙ্কা হচ্ছে রাশিয়া ও বেলারুস যদি এই সুভালকি করিডোর বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে, তাহলে তারা ইউরোপে নেটোর দেশগুলোর সঙ্গে বাল্টিক দেশ লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং এস্তোনিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। সরু এই করিডোর কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বলেন ড. ইয়োক্সন। বাল্টিক দেশগুলোকে রক্ষা করার জন্য নেটো যাতে সৈন্য ও রসদ পাঠাতে না পারে সেজন্য রাশিয়া ও বেলারুস এই করিডোর বন্ধ করে দিতে পারে।

কিছু কিছু সামরিক বিশ্লেষক মনে করেন, পোল্যান্ডে বেলারুসের সামরিক হেলিকপ্টারে কথিত ঢুকে পড়ার ঘটনা থেকে ধারণা করা যায় যে রাশিয়া বাল্টিক দেশগুলোতে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে।

তবে গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস অর্গানাইজেশনের একজন বিশ্লেষক অধ্যাপক ম্যালকম চামার্স বলছেন রাশিয়া এবং বেলারুস পরিস্থিতি পরীক্ষা করে দেখার অংশ হিসেবে নেটোর সদস্য দেশের ভেতরে ঢুকে পড়ার এই মহড়া চালিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তারা দেখতে চাইছে নেটো জোট কিভাবে এর জবাব দেয়।

রাশিয়া ও বেলারুস সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কিছু সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

এছাড়াও রাশিয়ার সৈন্যরা বেলারুসের সীমান্ত দিয়ে ইউক্রেনে ঢুকে আক্রমণ চালিয়েছে। এবং বেলারুসে রাশিয়ার কৌশলগত পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে।

লন্ডনে গবেষণা প্রতিষ্ঠান চ্যাটাম হাউজে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. আনাইস মারিন বলছেন, পোল্যান্ডের ভেতরে বেলারুসের সামরিক হেলিকপ্টার ঢুকে পড়ার ঘটনা সম্ভবত রাশিয়ার পরিকল্পনা।

তিনি বলেন, বেলারুসের সঙ্গে পোল্যান্ড ও নেটোর শত্রুতা বজায় রাখা এবং মস্কোর সঙ্গে বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় করার জন্য এটা করা হয়ে থাকতে পারে। পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে যে তারা বেলারুসের সীমান্তে অতিরিক্ত ১০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করছে। তারা বলছে, এর মধ্যে ৪,০০০ সৈন্য সীমান্ত রক্ষা বাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে এবং বাকি ৬,০০০ সেখানে রিজার্ভ হিসেবে মোতায়েন থাকবে। ওয়াগনারের যোদ্ধারা যাতে পোল্যান্ডের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য পোলিশ সরকার জুলাই মাসেও সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত ১,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেছিল।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, পোল্যান্ডের রাজনীতিবিদরা হয়তো আসন্ন নির্বাচনের কারণে ওয়াগনার গ্রুপের হুমকিকে একটু বাড়িয়ে বলছে।

পোল্যান্ডের জনগণকে তারা দেখাতে চাইছেন যে নিজেদের দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর।

প্রনাম জানাই ক্ষুদিরাম

সুনীলকুমার দে

বন্দে মাতরম।আজ ১১ ই আগস্ট।অগ্নি শিশু শহীদ ক্ষুদিরাম বোসের বলি দান দিবস।বড় লাট কে মারতে গিয়ে বোম কান্ডে ধরা পড়েন ক্ষুদিরাম।বিচারে তার ফাঁসি হয়।১৯০৮ সালে ১১ই আগস্ট এ মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।ফাঁসির আগে পর্যন্ত তার হাতে ছিলো ভগবত গীতা ও মুখে ছিলো বন্দে মাতরমের মহামন্ত্র।ফাঁসির আগে খুশিতে তার শরীরের ওজন বেড়ে গেছিলো।তাকে কেন্দ্র করে হৃদয় গলানো গান আজও শুনতে পাওয়া যায় ভারতের আকাশে বাতাসে,,একবার বিদায় দে মা ফিরে আসি। হাঁসি হাঁসি পরবো ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।অগ্নি শিশু ক্ষুদিরাম প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী যে প্রথম কমবয়সে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসির কাঠে ঝুলেছিলেন।আমাদের দেশে অনেকেই বলেন অহিংসা আঃদোলন করে ও চরখা কেটে দেশের স্বাধীনতা এসেছে।ক্ষুদিরামের মতো শত শত দেশ ভক্ত ফাঁসির কাঠে ঝুলেছেন,হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতার জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন তবেই দেশে স্বাধীনতা এসেছে ইতিহাসে যাদের নাম নেই । তাই আজ স্বাধীনতার ৭৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারত সরকার কে নুতন করে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস লিখতে অনুরোধ জানাই।

খুব দুঃখ লাগে এ দেশের কিছু মতলব বাজ মানুষ ক্ষুদিরাম ও ভগৎ সিংহ এর মতো বিপ্লবী,শহীদ দের সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যা দেন।এই সব হতভাগাদের ধিক্কার জানাই।

বন্দে মাতরম।জয় হিন্দ।

জয় অগ্নি শিশু বিপ্লবী ক্ষুদিরাম প্রণাম জানাই চরণে।

টুকরো খবর

ছররা গুলিতে চোখ হারানো শহিদুল ও পুলিশের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের ঝুঁকি

ঢাকা ঃ বিএনপির ফতুল্লা থানা ইউনিটের সভাপতি শহিদুল ইসলাম টিটু এখন তার চোখ দুটো বাঁচাতে সংগ্রাম করছেন। গত ২৯শে জুলাই ঢাকার প্রবেশমুখে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচীর দিনে সিদ্ধিরগঞ্জে পুলিশের ছররা গুলিতে দুই চোখেই মারাত্মক জখম হয় তার। তিনি এক চোখে কিছুই দেখছেন না আরেক চোখে দেখছেন সামান্য। শহিদুল ইসলাম টিটুর স্ত্রী আফরোজা ইসলাম পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কেন গুলি করেন, আর কোনো কিছু নাই? মানুষরে ভয় দেখানোর মতো আরো তো অনেক উপায় আছে কিন্তু গুলি করতে হবে কেন? যেটাতে মানুষের ক্ষতি হয়, জীবন চলে যায়। বিএনপির কর্মসূচীতে সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় শহীদুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হন। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিএনপির কর্মী সমর্থকরা অবস্থান নিতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় এবং সংঘর্ষ বাধে। ওইদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ ৭১ রাউন্ড গুলি ছুড়েছিল বলে বিবিসিকে জানিয়েছেন শিদ্ধিরগঞ্জ থানা অফিসার ইনচার্জ গোলাম মোস্তফা। বিএনপির দাবি ২৯শে জুলাই দলের অবস্থান কর্মসূচীর দিনে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিএনপির ৫শ কর্মী সমর্থক আহত হয়েছে। এছাড়া দলের ১২৪ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওইদিন বিএনপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষে পুলিশেরও বেশকজন সদস্য আহত হয়েছেন।

বিএনপির অবস্থান কর্মসূচীতে পুলিশের অ্যাকশনের সমালোচনা করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল 'অতিরিক্ত বল প্রয়োগ' না করারও আহবান জানিয়েছে। বাংলাদেশের বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বরাবরই সমালোচনা রয়েছে। বিরোধী দল ও মতের রাজনৈতিক কর্মসূচী বা আন্দোলনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের নানারকম ঝুঁকি রয়েছে বলেই মনে করেন মানবাধিকার কর্মীরা।

এ বিষয়ে মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন বলেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অতিরিক্ত বল প্রয়োগের বিষয়টি উদ্বেগের। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে কর্মীদেরকে বেপরোয়াভাবে পেটানো হচ্ছে, এই জায়গায় আসলে সংযত হতে হবে। যেমন যেখানে দুজন মানুষকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব বা আটক করে ফেলেছে তারপর তো আর পেটানোর দরকার নাই। মি. খান বলছেন, এই ধরনের অতিরিক্ত বল প্রয়োগ এবং স্বেচ্ছাচারিতার ফলে বহির্বিশ্বে আমাদের পুলিশি রাষ্ট্রের মতো বিবেচনা করা হয় এবং সেখানে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বলি বা রাষ্ট্র পরিচালনার যে ব্যবস্থা বলি, সেটাকে দুর্বল ভাবে মানুষ। পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ঝুঁকি নিয়ে নূর খান বলেন, প্রথম এবং প্রধানত স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচীতে একটা বাধা হয়। লক্ষ্য করেছি যখন পুলিশ অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে কোনো সভা সমাবেশ ভেঙ্গে দিতে চায়, তখন দেখা যায় সভা সমাবেশে অংশগ্রহণকারী কর্মীরা বা যে সমস্ত সাধারণ নাগরিক থাকে তারাও কিন্তু তখন ইট হাতে নিয়ে নেয়, লাঠি হাতে নিয়ে নেয়। তখন সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিএনপির অবস্থান কর্মসূচীতে মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের বিষয়টি অস্বীকার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের দাবি পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখপাত্র মোঃ ফারুক হোসেন বিবিসিকে বলেন, পুলিশের ওপর আক্রমণ হয়েছে। আমাদের এপিসির ওপর আক্রমণ হয়েছে। আমাদের প্রায় পঞ্চাশ জন সদস্য আহত এবং বত্রিশজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। বিএনপির উচ্ছৃঙ্খল নেতাকর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আমাদের একজন জয়েন্ট কমিশনার ট্রাফিকের হাত ভেঙ্গে গেছে। তিনি এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্বেগ নিয়ে ডিএমপির মুখপাত্র বলেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যে বলে আমরা অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করি। আমরা তাদের এই উদ্বেগের জায়গায় আমাদের অবস্থান পরিস্কার করে বলতে চাই পুলিশ অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেনি। আমরা আমাদের নিজেদের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে, শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে যতটুকু বলপ্রয়োগ করা দরকার ততটুকুই করেছি। সেখানে কিন্তু ভারি কোনো অস্ত্র আমরা ব্যবহার করিনাই, বলেন মি. হোসেন।

বাংলাদেশে সব সরকারের আমলেই বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীকে ঘিরে পুলিশের কঠোর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। অভিযোগ ওঠে পুলিশের অতিরিক্ত বল প্রয়োগের। বিরোধী দলে গেলে সবাই পুলিশকে ক্ষমতাসীন দলের হাতিয়ার হিসেবেই সমালোচনা করে। এনিয়ে মি. হোসেন বলছেন, পুলিশের জন্য আইনের অনেক বাধ্যবাধকতা আছে। সেই আইনের ভেতরে থেকেই পুলিশকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে অনেক সময় বিরোধীদল মনে করে যে আমরা সরকারের প্রতি ইনক্লায়েন্ড এখন ওই বিরোধীদল যখন সরকারে ছিল তখন পুলিশ কী ভূমিকে নিয়েছে সেটা যদি আমরা খতিয়ে দেখি তখনো পুলিশ কিন্তু একইরকম ভূমিকায় ছিল রাজনৈতিক কর্মসূচীর নামে যদি যানমালের নিরাপত্তার হুমকি হয়, ভাঙ্গচুর হয়, আগুন সন্ত্রাস হয় সেক্ষেত্রে পুলিশ ভূমিকা রাখবে এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে এটাই পুলিশের দায়িত্ব, বলেন মি. হোসেন। বাংলাদেশে বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় সব রাজনৈতিক দলকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করতে দেখা যায়। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর কোনো দলই পুলিশকে একটি পেশাদার, রাজনীতি ও গণবান্ধব বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন সংস্কার করে যুগোপোযোগী করেনি।

'বিএনপিতে পদ হারানোর আতঙ্ক'

গুরগাঁও ছেড়ে কেন পালাচ্ছেন মুসলমান অভিবাসী শ্রমিকরা?

গুরগাঁও (এজেন্সী) : হরিয়ানার সাম্প্রতিক দাঙ্গার পরে গত এক সপ্তাহে নূহ আর গুরগাঁও থেকে বহু মুসলমান চলে গেছেন। এঁদের একটা বড় অংশই পশ্চিমবঙ্গ আর বিহার থেকে যাওয়া অভিবাসী শ্রমিক। এরা বলছেন, প্রথমে নূহ্‌তে দাঙ্গা, তারপরে গুরগাঁও আর লাগোয়া মসজিদে হামলা, এক ইমামের হত্যা এবং সবশেষে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি - সব মিলিয়ে গুরগাঁওকে নিরাপদ বলে মনে করছেন না এই মুসলমানরা। তবে পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার থেকে যাওয়া আরও বহু শ্রমিক এখনও গুরগাঁওতেই রয়ে গেছেন।

বৃহস্পতিবার, ১০ই অগাস্ট সকালে যখন আমি তাকে ফোনটা করি, তখন তিনি পরিবার প্রতিবেশী আরও ১২ জনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মালদা রেল স্টেশনে নেমেছেন। তার ফোন নম্বরটা যোগাড় করেছিলাম গুরগাঁওতে তারই এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে। সাংবাদিক পরিচয় পাওয়ার পর প্রথমেই অনুরোধ করলেন, যে তার নামটা যেন প্রকাশ না করি। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে আবারও তো আমাদের ফিরতে হবে গুরগাঁওতেই, তাই নামটা দয়া করে প্রকাশ করবেন না, অনুরোধ করলেন পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর অঞ্চলের আদি বাসিন্দা ওই মুসলমান ব্যক্তি। গুরগাঁওতে গত ১০-১২ বছর ধরে গাড়ি চালকের কাজ করেন তিনি।

গুরগাঁওয়ের যে মসজিদের নায়েব ইমাম মুহম্মদ শাদকে দাঙ্গাকারীরা হত্যা করেছিল পয়লা অগাস্ট রাতে, সেই মসজিদের কাছেই আমার বাসা। খবরটা পাওয়ার পরে সারা রাত ঘুমোতে পারি নি, জানাচ্ছিলেন ওই শ্রমিক।

বেশ কয়েকটা দিন আতঙ্কের মধ্যে কাটিয়ে শেষমেশ পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন ওই ব্যক্তি।

তিনি বলছিলেন, তবে আমার বাড়ির মালিক স্থানীয় জাঠ সম্প্রদায়ের মানুষ। যে রাতে গন্ডগোল চলছে, তিনি আমাদের সাহস যোগাতে তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজেই চলে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। কিন্তু নানা দিক থেকে খবর পাচ্ছিলাম যে রাস্তাঘাটে আটকাচ্ছে, আধার কার্ড পরীক্ষা করা হচ্ছে। নামাজ পড়তে যেতে পারি নি এই ক'দিন। এই অবস্থায় আপাতত ফিরে আসাই উচিত হবে বলে মনে হয়েছে আমাদের।

ফিরে আসার সিদ্ধান্তটা অবশ্য সহিংসতার দিনেই নিয়ে ফেলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার বাসিন্দা মি. জাকির। তিনি ছোট থেকেই গুরগাঁওতেই থাকেন আর প্রথম ব্যক্তির মতোই গাড়ি চালকের কাজ করেন।

তার বাড়ি সেক্টর ৫৭'তে, যে মসজিদের নায়েব ইমামকে হত্যা করা হয়েছে, তার খুব কাছে।

ওই মসজিদেই তো নিয়মিত নামাজ পড়তে যেতাম। ঘটনার দিন রাত সাড়ে নয়টার দিকে নামাজ পড়ে বাসায় ফিরি, আর রাত তিনটে নাগাদ ফোন পাই যে এত বড় ঘটনা হয়ে গেছে মসজিদে। সকালে মসজিদের দিকে তো যেতেই পারলাম না, এত পুলিশ। কিন্তু তারা যে আমাদের নিরাপত্তা দিতে পারবে, সেই ভরসা তো আর রইল না। সারাদিন ভীষণ আতঙ্কে কাটিয়েছি, যে যদি আরও বড় কোনও অশান্তি হয়। সেদিনই রাত সাড়ে আটটা নয়টা নাগাদ ট্যাক্সি নিয়ে দিল্লি এসে বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরি, জানাচ্ছিলেন মি. জাকির।

তবে ৫৫-৫৬ সেক্টরের ঘাটাগাঁওতে থাকেন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বাসিন্দা জুল হাসান। আতঙ্কে থাকলেও তিনি এলাকা ছাড়েন নি। তিনি বছর ১৫ ধরে গুরগাঁওতে থাকেন আর দিনমজুরি করে রোজগার করেন।

তিনি বলছিলেন, টেনশন তো আছেই, কী হয়, সেই দুশ্চিন্তা আছে। তার মধ্যেই সাহস করে থাকছি। তবে আমাদের এই জুগ্গি-ঝোপড়ির (বস্তিকে দিল্লি অঞ্চলে জুগ্গি-ঝোপড়ি বলা হয়) বহু বাঙালী-বিহারী ফিরে গেছে। হাজার দুয়েক মানুষ থাকে এখানে, এখন রয়েছে তিন-চারশো লোক।

গত এক সপ্তাহে গুরগাঁওয়ের বাসিন্দা এত বাঙালী শ্রমিক দিল্লি স্টেশন থেকে ট্রেন ধরেছেন, যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দক্ষিণ দিনাজপুরের ওই ব্যক্তি বলছিলেন, স্টেশনে এত বাঙালী যে কোথাও কোনও হিন্দি কথাই শোনা গেল না। সবাই তো বাংলায় কথা বলছে। তাহলেই বুঝে নিন যে কত মানুষ প্রতিদিন ফিরে আসছে।

এই দু'জনকে সরাসরি গুরগাঁও ছাড়ার হুমকি দেয় নি কেউ, তবে মসজিদে হামলা আর নায়েব ইমামকে হত্যার কদিন পরেই গুরগাঁওয়ের সেক্টর ৭০-এ সংবাদদাতা সেরাজ আলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আকলিমা নামে এক নারীর, যাকে কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা সরাসরি শহর ছাড়ার হুমকি দিয়েছিল।

আকলিমা জানিয়েছিলেন, ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমি হিন্দু না কি মুসলমান। আমি তাদের জানাই যে আমি মুসলমান, তখনই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা আমাকে বলে যে শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে বিকাল চারটের মধ্যে।

ওই সেক্টর ৭০-এ অভিবাসী শ্রমিক বস্তিগুলিতে গিয়ে এলাকা ছাড়ার হুমকি দিয়েছিল বলে জানতে পেরেছে। তবে পুলিশ কর্মকর্তারা স্বীকার করছেন না যে অভিবাসী শ্রমিকরা এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কেউই এলাকা ছেড়ে যান নি, সবাই নিজের জায়গাতেই আছেন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এলাকায় টহল বাড়ানো হয়েছে।

গুরগাঁওতে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ঝাঁ চকচকে দপ্তর, বা দেশি-বিদেশি নামী-দামী ব্র্যান্ডের আউটলেটে ভরা শপিং মল অথবা কোটি কোটি টাকা মূল্যের গগনচুম্বী আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট ভবন - সব ক্ষেত্রেই পরিষেবা প্রদান করে থাকেন মূলত অভিবাসী শ্রমিকরাই। এদের সিংহভাগ মুসলমান হলেও হিন্দু শ্রমিকদের সংখ্যাও কম নয়।

তাই বাদশাপুর শ্রমিক বস্তিতে তাই দেখতে পাওয়া যায় রাজমিস্ত্রী রহমান আর রঙমিস্ত্রী রঞ্জিত বা শ্রমিক তাপস পাশাপাশি ঘরেই বাস করেন।

একটা বড় সংখ্যক মুসলমান পরিযায়ী শ্রমিক আতঙ্কে গুরগাঁও ছেড়ে চলে গেলেও হিন্দু শ্রমিকরাও ভয়ে রয়েছেন বলে বিবিসি সরেজমিনে দেখে এসেছে।

ওই বস্তির বাসিন্দা রঙমিস্ত্রী মি. রঞ্জিতের কথায়, যদি পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়, তাহলে আমিও ফিরে যাওয়ার কথা ভাবব। এখন তো বড় রাস্তায় যেতেই ভয় হয় আমার।

আরেক হিন্দু বাসিন্দা মি. তাপস বলছিলেন, আমরা চাই পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হোক, যাতে আমি আবারও কাজে যেতে পারি। আমরা সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি, তাই যত তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, ততই মঙ্গল।

কোথাও আধার কার্ড পরীক্ষা করা বা কোথাও এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি - এই আতঙ্কে যেসব অভিবাসী শ্রমিক গুরগাঁওতে থেকে গেছেন, তাদের একটা বড় অংশই কাজে যেতে পারছেন না। আর যারা পশ্চিমবঙ্গ বা বিহারে 'দেশের বাড়িতে' ফিরে গেছেন, তারা তো কাজের জায়গায় অনুপস্থিত থাকছেনই।

এসব জায়গায় 'হাউসকিপিং' বা সাফাইয়ের এর কাজ করেন মূলত অভিবাসী শ্রমিকরাই। আবার অনেক ছোট বড় দোকানেও মূল চালিকা শক্তি শ্রমিকরাই।

এর ফলে সমস্যায় পড়ছে অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আর আবাসিক কমপ্লেক্সগুলো।

গুরগাঁওয়ের যে সেক্টর ৭০এ মুসলমানদের এলাকা ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে বিবিসি জানতে পেরেছিল, সেই অঞ্চলেরই একটি বহুতল আবাসিক কমপ্লেক্সের রেসিডেন্টস্‌ ওয়েলফেয়ার কমিটি (আরডব্লিউএ) বা অধিবাসী উন্নয়ন সমিতির সভাপতির একটি ভিডিও সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিনি বলছেন যে তাদের সাফাই-কর্মীরা আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন, ফলে আবাসনের জঞ্জাল পরিস্কার করার লোক নেই।

আরডব্লিউএর সভাপতি কিরণ কাপুরকে ওই ভাইরাল ভিডিওতে বলতে শোনা যাচ্ছে তাদের আবাসিক কমপ্লেক্সের বেসমেন্টে দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের সামনে জঞ্জাল জমছে। গৃহপরিচারিকারা আসছেন না, সেটা না হয় আমরা সামলিয়ে নিতে পারব, বাসন মাজা ধোয়া করে নিতে পারব। কিন্তু জঞ্জাল কে ফেলে আসবে বলুন তো, সেটা কি করা সম্ভব?

প্রশাসনের কাছে তিনি এই আর্জিও জানিয়েছেন, যাতে সাফাই কর্মীদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তারা কাজে ফিরে আসতে পারেন।

'দ্য কুইন্ট' সংবাদ পোর্টাল একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে তারা বলছে মিসেস কাপুর যে আবাসিক কমপ্লেক্সে থাকেন, সেখানকার ১২ জন সাফাই কর্মীর মধ্যে দশজনই পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান আর তাদের মধ্যে আটজন বিগত কয়েকদিনে গুরগাঁও ছেড়ে চলে গেছেন।

ওই পোর্টালটি আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে তাদের প্রতিবেদনে, যেখানে একটি জনপ্রিয় সেলুন তার গ্রাহকদের কাছে মেসেজ পাঠিয়ে বলেছে যে 'সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে' তারা কর্মী স্বল্পতার সমস্যায় পড়েছে। ওই সেলুনের মালিকদের একজন 'দ্য কুইন্ট'কে জানিয়েছেন যে তাদের সংস্থায় যারা চুল-দাড়ি কাটেন তাদের বেশিরভাগই মুসলমান

বিবিসির সহকর্মী সৌতিক বিশ্বাস গুরগাঁওতেই থাকেন। তিনি জানাচ্ছেন, 'হাউসকিপিং' বা সাফাই কর্মচারী, গৃহপরিচারিকা আর নির্মাণ শিল্পের অধিকাংশ শ্রমিকই অভিবাসী।

এদের অনেকেই চলে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন আবাসিক কমপ্লেক্সে সমস্যা হচ্ছে বলে জানতে পারছি, বলছিলেন মি. বিশ্বাস।

বেশ কিছু ঘটনা হয়েছে যার জন্য আতঙ্কে অনেক শ্রমিকই গুরগাঁও ছেড়ে চলে গেছেন। হয়তো পুরো শহরের জনসংখ্যা বা অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যার অনুপাতে ফিরে যাওয়া শ্রমিকদের সংখ্যাটা এখনও খুব বড় নয়। কিন্তু এখানে কতজন চলে গেছে আর কতজন রয়ে গেছে, সেই সংখ্যাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঘটনাগুলো প্রতীকী, আজ হয়তো কম সংখ্যক মানুষ আতঙ্কে গুরগাঁও ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু পরে এরকমই কোনও ঘটনার প্রেক্ষিতে আরও বেশি যে হুমকি দেওয়া হবে না বা আরও বেশি সংখ্যক মানুষ যে হুমকির মুখে আতঙ্কে গুরগাঁও ছেড়ে যাবেন না, তার কি কোনও গ্যারান্টি আছে? বলছিলেন সৌতিক বিশ্বাস।

তার কথায়, এই সব অভিবাসী শ্রমিকদের যে মহল্লাগুলো রয়েছে, সেগুলো সবই স্থানীয় গ্রামবাসীদের জমি, তারাই সেখানে শ্রমিকদের ঘর ভাড়া দেন। তাই শ্রমিকরা চলে গেলে তাদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। সেজন্যই অনেক জমি মালিক তাদের জুগ্গি-ঝোপড়িতে থাকা অভিবাসীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন যে তারা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন, তারা কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর সঙ্গে কথা বলবেন ইত্যাদি।

জাঠ বাড়ির মালিকরা যে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন, সেটা বলছিলেন এই প্রতিবেদনের গোড়ার দিকে উদ্ধৃত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দক্ষিণ দিনাজপুরের সেই মুসলমান পরিযায়ী শ্রমিকও, যিনি ১০ই অগাস্ট দিল্লি থেকে মালদা স্টেশনে এসে নেমেছেন।

নূহ্‌র সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বা গুরগাঁওয়ের মসজিদের নায়েব ইমাম হত্যার পরে কেটে গেছে দিন দশেক।

পুলিশ প্রশাসন মসজিদটি পরিস্কার আর মেরামতির জন্য হস্তান্তর করে দিয়েছেন মসজিদ কমিটির কাছে।

যদিও এখনও দলে দলে বাঙালী বা বিহারী মুসলমানদের বাড়ি ফিরে আসা বন্ধ হয় নি, তবে স্থানীয় মুসলমান নেতৃত্ব বলছেন পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে।

যে মসজিদের নায়েব ইমামকে হত্যা করা হয়েছিল, সেখানেই নিয়মিত নামাজ পড়তে যান এমন একজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান বলছিলেন, যারা চলে গিয়েছিল, তাদের কেউ কেউ আবার ফিরতে শুরু করেছেন। আমরাও পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে ভরসা পাচ্ছি নিরাপত্তার। সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে পুলিশের টহলদারিও বাড়িয়েছে। বিবিসি যেসব অভিবাসী শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেছে, তারাও বলছেন যে কাজের জন্য ফিরতে তাদের হবেই গুরগাঁওতে, তবে সেটা কতদিনে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না কেউই।

অমর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৫ তম বলিদান দিবসে পদযাত্রা

পোটকা (সুনীল কুমার দে) : সাহসিকতার উদাহরন, বাংলার অহংকার, সসস্ত্র বিপ্লবের কনিষ্ঠতম আত্মবলিদানি অমর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৫ তম বলিদান দিবসে সকল বাঙ্গালীর মিলন স্থল বঙ্গবন্ধু (এসো পাশে দাঁড়াই) র উদ্যোগে আজ ১১ ই আগস্ট, শুক্রবার,২০২৩ জামশেদপুরের গান্ধীঘাট থেকে পদযাত্রা করে গোগণভেদি এক বাঙ্গালী কাঁপিয়েছিলো , হাঁসি মুখে ফাঁসি নিলো , বীর ক্ষুদিরাম তোমায় সেলাম, তোমায় তোমায় সেলাম ধ্বনি দিতে দিতে জাতীয় পতাকা হাতে জয়প্রকাশ নারায়ণ সেতু হয়ে মানগো চৌমাথায় স্থাপিত অগ্নিশিশুর প্রতিমার পাদদেশে সকলে উপস্থিত হয় এবং সকলে বীর বিপ্লবী অমর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আবক্ষ প্রতিমায় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বঙ্গবন্ধুর অভিভাবক সহ ঝাড়খণ্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সভাপতি শ্রী অচিন্তম গুপ্ত, রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক শ্রী তাপস চ্যাটার্জি,বঙ্গণ সংস্থাপক সদস্যা শ্রীমতি অপর্ণা গুহ,সুভাষ চন্দ্র মিলন সঙ্ঘের সভাপতি শ্রী অসিত চক্রবর্তী, বঙ্গবন্ধু মানগো শাখা সংযোজক শ্রী প্রণব সরকার, বাবলু সরকার,শ্রী শিবনাথ পাল,শ্রী বিনোদ দে, বঙ্গবন্ধু বিরসানগর শাখা সংযোজক শ্রী মলয় দাস, শ্রী প্রণব বরাট, সিংভূম বঙ্গীয় এসোসিয়েশনের সংযোজক শ্রী ভাস্কর দাশগুপ্ত, শ্রী নারায়ণ জোরদার, বঙ্গবন্ধু কদমা শাখা সংযোজক শ্রী দেবজিত সরকার,শ্রী পল্লব দালাল, ইউনাইটেড সেন্টার দূর্গাবারি প্রতিনিধি শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু পরশুডিহ শাখা সংযোজক শ্রী চয়ন গুহ,শ্রী প্রণব গুপ্ত,শ্রী অশোক ভৌমিক, সৌরভের কার্যকারী সভাপতি শ্রী স্বপন কুমার দাস, নামদা বস্তি কালী মন্দিরের প্রতিনিধি শ্রী সুধাংশু রানা,বাংলাভাষা পুনরুত্থান সমিতির (পটমদা) প্রতিনিধি শ্রী ভিশ্মা মাহাতো এবং বঙ্গবন্ধুর প্রথম সারির নেতৃত্ব কর্তা বাংলাভাষী মানুষদের বিপদের সাথী এবং বঙ্গ উৎসব সমিতির সংস্থাপক সদস্য শ্রী সঞ্জয় রায়,শ্রী সঞ্জীব আচার্য্য,শ্রী বিকাশ ভট্টাচার্য্য, শ্রী অমিতাভ চ্যাটার্জি,শ্রীমতি গৌরি কর, শ্রীমতি রূপা সরকার, সুশ্রী শীলা বণিক, শ্রীমতি অর্পিতা কর চন্দ্র,শ্রীমতি রঞ্জনা দে,শ্রীমতি জবা কোনাই,শ্রীমতি মঞ্জুরি মিত্র, শ্রী ভগবত মুখার্জি,শ্রীমতি অসিত ভট্টাচার্য্য,শ্রী জহর দা, শ্রী রূপ মিত্র,শ্রী দেবাশীষ চক্রবর্তী, শ্রী অনুপম সরকার,শ্রী অঙ্কুশ ব্যানার্জি,শ্রী সুদীপ মুখার্জি ,শ্রী কালাচাঁদ চ্যাটার্জি, শ্রী সৌভিক চৌধুরী, শ্রী অভয় কুশারী, শ্রী অনুভব ব্যানার্জি,শ্রী সুরজিত ব্যানার্জি সহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পিরিয়ডের ব্যথা নিয়ে কখন সতর্ক হওয়া প্রয়োজন?

কলকাতা (এজেন্সী) : পৃথিবীর বেশিরভাগ নারী প্রতিমাসে পিরিয়ড বা ঋতুস্রাবের সময় ব্যথা অনুভব করেন। ব্যথাটি সাধারণত তলপেটে খিঁচ ধরে থাকা ব্যথার মতো অনুভূত হয়। তলপেটের সাথে সাথে এটি পিঠ, উরু, পা এবং শরীরের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। পিরিয়ড চলাকালীন প্রায় পুরো সময়টা জুড়েই এ ব্যথা থাকে। তবে অনেক সময় এ ব্যথার তীব্রতা অনেক বেশি বেড়ে যায় এবং এর কারণে খিঁচুনি পর্যন্ত হতে পারে। এ সময় কেউ কেউ বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া এবং মাথাব্যথায়ও ভুগতে পারেন। তবে পিরিয়ডের ব্যথা বিভিন্ন নারীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ও মাত্রায় হয়। আর সবার শরীরের একই জায়গায় ব্যথা হয় না এবং সবার ব্যথার তীব্রতাও একই রকম হয় না। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী ও প্রজণন স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষক ড. কেটি ভিনসেন্ট যিনি পিরিয়ডের ব্যথা নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বিবিসিকে বলেছেন, ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ নারীর ঋতুস্রাব যন্ত্রণাদায়ক হয় এবং এর মধ্যে অনেকের যন্ত্রণা এতো বেশি হয় যে, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি বলেন, পিরিয়ড চলাকালে যেসব শারীরিক উপসর্গ দেখা যায়, তার প্রতিটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন তিনি ব্যাখ্যা করছেন, যখন একজন নারীর মাসিক হয়, তখন জরায়ু সংকুচিত হয় যাতে শরীরের ভেতর থেকে রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে। আর যখন মাথা ঘোরার মতো অনুভূতি হয়, সেটি আসলে জমাটবাধা রক্তের নির্গমনের কারণে হয়। এছাড়া অনেকের পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে শরীরে প্রচণ্ড প্রদাহ হয়। জরায়ু গঠনকারী টিস্যু থেকে এ সময় এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়, যার কারণে ব্যথা হয়। সেই সাথে মানবশরীর প্রোস্টাগ্ল্যানডিনস নামে এক ধরণের পদার্থ উৎপাদন করে, ঋতুস্রাবের সময় যার উৎপাদন বেড়ে যায়। প্রোস্টাগ্ল্যানডিনস হচ্ছে এক ধরণের চর্বিযুক্ত যৌগ যা কোষে উৎপন্ন হয় এবং দেহের বিভিন্ন কাজে এদের অংশগ্রহণ থাকে। যেমন, পিরিয়ডের সময় এরা জরায়ুর পেশীকে সংকুচিত করে এবং প্রদাহ তৈরি করে, যার কারণে ব্যথা হয়। প্রোস্টাগ্ল্যানডিনস কোন হরমোন নয়, কিন্তু এদের কাজের ধরণের কারণে এরা হরমোনের মতোই আচরণ করে। ড. ভিনসেন্ট বলেছেন, মাসিকের সময় যে ব্যথা এবং ফোলাভাব তৈরি হয় তাতে যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার মধ্যে প্রোস্টাগ্ল্যানডিনস একটি বলে আমরা বিশ্বাস করি। ড. ভিনসেন্ট বলছেন, প্রদাহের অনেক ইতিবাচক কার্যক্রম আছে। কেউ যখন আহত হয়, তখন প্রদাহ একটি শারীরিক প্রক্রিয়া শুরু করে যা টিস্যুর পুনর্গঠনে সহায়তা করে। এবং টিস্যুর এই পুনর্গঠনের সময়টাতে সেটিকে যাতে সুরক্ষা দেয়া হয় তার বোধ আপনার মধ্যে তৈরি করে ক্ষতস্থানে ব্যথার মাধ্যমে। এটা একটা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া যা দেহকে সেরে উঠতে বা পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করে। তাই, ঋতুস্রাবের সময় সব ধরণের ব্যথার জন্য দায়ী হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যানডিনস যা জরায়ুকে পরিপূর্ণভাবে সেরে উঠতে সহায়তা করে এবং মাসিকের সব তরল যাতে জরায়ু থেকে বের হয়ে যায় তা নিশ্চিত করে। কিন্তু সমস্যা তখন হয় যখন এই ব্যথা বা প্রদাহ অতিমাত্রায় হয়।